রাঁচি, শনিবার
13:05:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>210 >>29 Boisakh 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২১০ >> << ২৯শে, বৈশাখ ১৪৩০>>

মোদী সরকারের বিরুদ্ধে কোর্টে বড় জয় কেজরিওয়ালের

নয়া দিল্লি ঃ এক দিনে দুই রায়। সুপ্রিম কোর্টে বড় জয় কেজরিওয়ালের, কিন্তু উদ্ধব ঠাকরে শেষ হাসি হাসতে পারলেন না।

দিল্লি ও মহারাষ্ট্র নিয়ে দুইটি সূদূরপ্রসারী রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই রায়ে নরেন্দ্র মোদীর কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বড় জয় পেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল, জমি, আইনশৃঙ্খলা ও পুলিশ বাদ দিয়ে বাকি সব বিষয়ে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি লেফটোন্যান্ট গভর্নর(এলজি)। অফিসারদের বিষয়ে রাজ্য সরকারই সিদ্ধান্ত নেবে। মহারাষ্ট্রে উদ্ধব ঠাকরে সরকার প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের রায়, রাজ্যপাল ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও উদ্ধব সরকারকে ক্ষমতায় পুনর্বহাল করা যাবে না। কারণ, উদ্ধব নিজে থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ছিল, দিল্লিতে আসল ক্ষমতা কার হাতে থাকবে, নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি এলজির হাতে। কেন্দ্রীয় সরকারের মত ছিল, দিল্লি হলো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। ফলে এখানে সব ক্ষমতা এলজির হাতেই থাকবে। সেই অধিকারবলে অতীতে কেজরিওয়াল সরকারের একাধিক সিদ্ধান্ত আটকে দিয়েছেন এলজি। কেজরিওয়ালের অভিযোগ ছিল, এলজিকে সামনে রেখে মোদী সরকার এই সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এই বিরোধ চরমে ওঠার পর কেজরিওয়াল সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন।

প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, যদি অফিসাররা মন্ত্রীদের কাছে রিপোর্ট না করেন, তাহলে তারা তো মন্ত্রীর কথাই শুনবেন না। তাহলে যৌথ দায়িত্বের নীতি ভাঙা হবে। সর্বোচ্চ আদালত স্পষ্টভাবে বলেছে, দিল্লির নির্বাচিত সরকারের পরামর্শ মেনে চলতে এলজি বাধ্য। রাষ্ট্রপতি এলজির হাতে কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন মানে এই নয় যে, তিনি সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন। রায়ে বলা হয়েছে, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার তো জনগণ ও বিধানসভার কাছে দায়বদ্ধ। কিন্তু তারা যদি প্রশাসনিক অফিসারদেরই নিয়োগ করতে না পারে, তাহলে ওই নীতি লঘু হয়ে যায়। সুপ্রিম কোর্টের মতে, যদি কোনো অফিসার সরকারের ডাকে সাড়া না দেন, তাহলে ওই দায়বদ্ধতার নীতি লঘু হয়ে যায়। যদি কোনো অফিসার বলেন, তিনি রাজ্য সরকারের কথা শুনবেন না, তাহলে যৌথ দায়িত্বের নীতি ভাঙা হয়। যদি তারা মনে করেন, তাদের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার অপমান করছে, তাহলে তো তারা মনে করছেন, তারা দায়বদ্ধই নন।

সুপ্রিম কোর্টের কাছে সাবেক মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের আবেদন ছিল, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ও ১৫ জন বিধায়ক বেআইনিভাবে দল ছেড়েছেন। তাই তাদের বিধায়কপদ বাতিল করা হোক। আর উদ্ধবের সরকারকে ফিরিয়ে আনা হোক। প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চের রায়, তারা উদ্ধব ঠাকরে সরকারকে আবার ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। কারণ, উদ্ধব সেসময় নিজে থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। আর একনাথ শিন্ডে ও অন্য বিধায়কদের সদস্যপদ খারিজ করার বিষয়টি স্পিকারের অধিকারের মধ্যে পড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত বৃহত্তর বেঞ্চ কোনো সিদ্ধান্ত না নেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত স্পিকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। কিন্তু এর পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যপালের সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছে। বিচারপতিদের মতে, তিনি সেসময় যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা একনাথ শিন্ডেদের পক্ষে গেছে। ঠাকরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছেন, এই সিদ্ধান্ত নেয়া ভুল ছিল। এই সিদ্ধান্ত আইনানুযায়ী নেয়া হয়নি। রাজ্যপালের কাছে এমন কোনো প্রমাণ ছিল না, যা দিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, অভিযুক্ত বিধায়করা সদস্যপদ হারাবেন কি না, তা স্পিকার ঠিক করবেন।

উদ্ধব জানিয়েছেন, তিনি নৈতিক কারণে ইস্তফা দিয়েছিলেন। শিন্ডে ও তার অনুগামী বিধায়করা দল ও বালাসাহেব ঠাকরের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ঠাকরে বলেছেন, ‘‘হতে পারে, আমার পদত্যাগের সিদ্ধান্ত আইনি দৃষ্টিতে ভুল ছিল। কিন্তু নৈতিক দৃষ্টিতে একেবারে ঠিক ছিল।’’

বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের কারণে আটক ৪ সাংবাদিককে মুক্তি দিয়েছে তালিবান

কাবুল ঃ দক্ষিণপূর্বাঞ্চলীয় খোস্ত প্রদেশে দুদিন আটক রাখার পর বুধবার চারজন আফগান সাংবাদিককে মুক্তি দিয়েছে তালিবান। সাংবাদিক নিরাপত্তা কমিটির এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ঘরঘাস্ট টিভির প্রধান সম্পাদক সখী সারোয়ার মিয়াখিল, চিনার রেডিওর প্রধান সম্পাদক পামির আন্দিশ, ন্যান এফএমএর এবদুল রহমান আশানা এবং ওলাস ঘাগ রেডিওর প্রধান সম্পাদক মোহাম্মদউদ্দিন শাহ খিয়ালিকে তালিবান মুক্তি দিয়েছে। এজেএসসি জানিয়েছে, সোমবার এই সাংবাদিকদের একটি সেমিনারে তলব করার পরে তালিবানের নীতি মন্ত্রক তাদের আটক করে। প্রতিশোধের ভয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় একজন সাংবাদিক ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, রমজানের শেষের ঈদ উদযাপনের জন্য এপ্রিলে প্রচারিত বিনোদন অনুষ্ঠানের জন্য সাংবাদিকদেরকে আটক করা হয়েছিল। ২০২১ সালের আগস্টে ক্ষমতা দখলের পর তালিবান অনএয়ার মিউজিক এবং বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেছিল। কিছু প্রদেশের সাংবাদিক ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেছেন, তালিবান তাদেরকে নারী কণ্ঠ সম্প্রচারে বাধা দিয়েছে। সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ রিপোর্টার্স ক্লাব এন্ড জার্নালিস্ট ফোরামের আফগান চ্যাপ্টারের সভাপতি গুল মোহাম্মদ গ্রান ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেছেন, তালিবানের একটি সুস্পষ্ট গণমাধ্যম নীতির অনুপস্থিতি সাংবাদিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে।

সুদানের যুদ্ধরত পক্ষগুলোকে সমাধানের দিকে নিতে জাতিসংঘের আহবান

সুদান ঃ জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধানভলকার তুর্ক সুদানে গত মাসে শুরু হওয়া যুদ্ধে লড়াইরত দলগুলোকে যুদ্ধ বন্ধে উৎসাহিত করার জন্য আফ্রিকার প্রভাবশালী দেশগুলোকে আহ্বান জানিয়েছেন। জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের জরুরি অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তুর্ক বলেন, এই সংঘাত চরম দুর্দশাগ্রস্ত দেশটিকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তুর্ক বলেন, ‘আমি নিন্দা জানাই ঐ প্রতিটি ব্যক্তিকে যারা সহিংসতার ব্যবহার করে তাদেরই নিজের দেশের লক্ষ লক্ষ জনগণের জীবন ও মৌলিক অধিকারের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা রাখে না। সুদানের রাজধানীতে বুধবার সংঘর্ষ আরও তীব্র হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন যে বেশ কয়েকটি এলাকায় বিমান হামলা, রকেট চালিত গ্রেনেড এবং গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আলবুরহানের নেতৃত্বে সুদানের সেনাবাহিনী খার্তুম এবং ওমদুরমান ও বাহরি শহরের লক্ষ্যবস্তুতে হামলাচালায়। জেনারেল মোহাম্মদ হামদান দাগালোর নেতৃত্বাধীন আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সকে হটানোর চেষ্টা করছে সেনাবাহিনী। এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে লড়াই শুরু হওয়ার পর তারা ঐ আবাসিক এলাকায় ঘাঁটি তৈরিকরে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, এই সংঘর্ষে ৬’শরও বেশি মানুষ মারা গেছে এবং ৫হাজার জনেরও বেশি আহত হয়েছে।

বাজার দর
SENSEX : 62027.90 +123.38
NIFTY : 18314.80 +17.80

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
37.00 °c	21.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .21 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .08 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

আচমকা দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে রাহুল গান্ধী ক্ষুব্ধ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

নয়া দিল্লি ঃ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘নর্থ ক্যাম্পাস’-এর স্নাতকোত্তর ছেলেদের হস্টেলে গত ৫ মে দুপুর দু’টো নাগাদ হঠাৎই এসে হাজির হন জাতীয় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। শুধু হাজিরই নয়, ছাত্রদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে একেবারে হাজির খাবার ঘরে। বসে পড়লেন খাবার নিয়েও। ডাল, রুটি, ভাজাভুজি, স্যালাড দিয়ে করেন মধ্যাহ্নভোজ। সঙ্গে দেশের আর্থিক পরিস্থিতি, বেকারত্ব ইত্যাদি নিয়ে হালকা চালে আলোচনা। কিন্তু এতে ক্ষুব্ধ হয়েছে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার ১১ মে এক বিবৃতি জারি করে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়ে দিয়েছেন, রাহুলের এই ঝটিকা সফরকে মোটেই অনুমোদন করছেন না তাঁরা। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত ৫ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি না নিয়েই শ্রী রাহুল গান্ধী বেশ কয়েকজন বহিরাগতকে নিয়ে মধ্যাহ্নভোজের সময় হস্টেলে প্রবেশ করেন। এতে করে অনেক আবাসিকের মধ্যাহ্নভোজপর্ব ব্যাহত হয় এবং অনেকেই অসুবিধের মধ্যে পড়েন। শুধু তাই নয়, এতে করে আবাসিক ছাত্র এবং উক্ত নেতা দু’পক্ষেরই নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এরকম ‘ট্রেসপাসিং’ যাতে ভবিষ্যতে না ঘটে, সেই ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে সতর্ক থাকবেন। প্রসঙ্গত, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, সরাসরি যা কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের অধীনে পড়ে। পদাধিকার বলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ভারতের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন অভিযোগ তুলেছে, যেহেতু ব্যক্তির নাম রাহুল গান্ধী, তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এইভাবে বক্তব্য রাখতে রীতিমতো জোর করা হয়েছে। ঘটনাচক্রে, রাহুল গান্ধী ছাত্রজীবনে বছরখানেক দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সেন্ট স্টিফেনস কলেজে পড়েছেন। পরে উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার কারণে তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে এও বলা হয়েছে, রাহুলের আসার পরের দিন, ৬ মে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অফ স্টুডেন্টস এবং প্রোক্টরের উপস্থিতিতে বৈঠক করে কর্তৃপক্ষ সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যেভাবে একজন জেড প্লাস নিরাপত্তায় থাকা জাতীয় দলের নেতা এইভাবে হস্টেলে ঢুকেছেন, তা তাঁর মর্যাদার পক্ষেও হানিকর।

রাষ্ট্রীয় খবর — সংক্ষিপ্ত খবর

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইডেনএর আমন্ত্রণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীর যুক্তরাষ্ট্র সফর আগামী জুন মাসে

নয়া দিল্লি ঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী জুন মাসে যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন । এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে ২২ জুন প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন। তবে মোট ক’দিনের সফর এবং খুঁটিনাটি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এই সফর আর পাঁচটা সফরের থেকে আলাদা। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদী এখনও পর্যন্ত বারো বার আমেরিকা সফরে গিয়েছেন। বাইডেনের পূর্বসূরি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে মোদীর সম্পর্ক অন্যমাত্রা পেয়েছিল। যা নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। মোদীর বেশিরভাগ যুক্তরাষ্ট্র সফরই ছিল ট্রাম্পের সময়। প্রধানমন্ত্রী শেষবার আমেরিকা গিয়েছেন ২০২১-এর সেপ্টেম্বরে। কিন্তু সব সফরকে কূটনীতিতে রাষ্ট্রীয় সফর হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। সেগুলি ছিল সরকারি সফর। দুটির মধ্যে গুরুত্বের ফারাক আছে। রাষ্ট্রীয় সফরে আমন্ত্রণ জানানোর অর্থ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশটির পাশাপাশি সেই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের গুরুত্বকেও স্বীকৃতি দেওয়া। এই ধরনের সফরে সরাসরি রাষ্ট্রপ্রধানের তরফে আমন্ত্রণ আসে। মোদীর আগের সফরের অনেকগুলিই ছিল নিউইয়র্কে জাতিসংঘের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্যে যাওয়া। এবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নিজে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর দেশে রাষ্ট্রীয় সফরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় সফরের রীতি মেনে মোদীকে প্রেসিডেন্ট অভ্যর্থনা জানাবেন হোয়াইট হাউসে। সেখানেই তাঁর সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করবে বাইডেনের অফিস। বাইডেন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর একমাত্র ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁকে রাষ্ট্রীয় সফরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। অন্যদিকে, বারাক ওবামা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থাকার সময় ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহকে রাষ্ট্রীয় সফরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেটা ২০০৯ সালের কথা। তারপর আবার মোদী এই সম্মান পেতে চলেছেন। ভারতের জন্য মোদীর এই সফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে সন্দেহ নেই। সেপ্টেম্বরেই ভারতে জি২০ সম্মেলনে যোগ দিয়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেন সহ বিশ্বের ২০টি প্রভাবশালী দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের ভারতে আসার কথা। তার আগে এই রাষ্ট্রীয় সফরের আমন্ত্রণ জি২০ সম্মেলনের আগে মোদীর অবস্থান আরও প্রশস্ত করল সন্দেহ নেই।

আলোচনা

ইউক্রেন যুদ্ধের প্রশ্নে চীনের ঘোষিত নিরপেক্ষতা কার্যত আগ্রাসী পক্ষের প্রতি সমর্থনের সমান

চীনের প্রতি অভিন্ন নীতি চায় ইইউ

প্যারিস ঃ চীনের বেড়ে চলা প্রভাবপ্রতিপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সে দেশের প্রতি অভিন্ন নীতির রূপরেখা স্থির করতে চায়। ইইউ পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা শুক্রবার সেই লক্ষ্যে আলোচনা শুরু করছেন।

ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থন ও তাইওয়ানকে ঘিরে উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক যে আগের মতো স্বাভাবিক ছন্দে চলতে পারে না, সে বিষয়ে ইউরোপে তেমন দ্বিমত নেই। তবে অন্যান্য সংকটের মতো এ ক্ষেত্রেও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলির মধ্যে কিছু মতপার্থক্য রয়ে গেছে। সেই দুর্বলতা দূর করতে এবার পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে ইইউ চীনের প্রতি অভিন্ন নীতি গ্রহণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। চীনের উপর নির্ভরতা কমানো এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার বিরুদ্ধে আরও কড়া অবস্থান নিতে সে দেশকে উদ্বুদ্ধ করাই সেই উদ্যোগের মূলমন্ত্র। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালেও এক যৌথ ঘোষণাপত্রে চীনকে একইসঙ্গে সহযোগী, প্রতিযোগী ও ‘সিস্টেম্যাটিক’ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বর্ণনা করেছিল ইইউ। তারপর থেকে প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে চীনের অবস্থান আরও কড়া হয়েছে বলে ইউরোপ মনে করছে।

সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে শুক্রবার ইইউ পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা চীনের প্রতি অভিন্ন নীতির রূপরেখা স্থির করার উদ্যোগ নিচ্ছেন। চলতি সপ্তাহে ইউরোপীয় পার্লামেণ্টে ভাষণ দিতে গিয়ে জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস স্বীকার করেন, যে চীনের তরফ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা বেড়ে চলায় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কঠিন হয়ে পড়ছে। তবে তিনি সে দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার বদলে ‘স্মার্ট ডিরিস্কিং’ নীতির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের ক্ষেত্রে ইউরোপের নির্ভরতা কমানোর আহ্বান জানান।

ইইউ অবশ্য চীনের সঙ্গে সংঘাতের পথে এগোতে ভয় পাচ্ছে না। সম্প্রতি চীনের আটটি কোম্পানিকে উন্নত প্রযুক্তি রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে ব্রাসেলস। ঘুরপথে সেই প্রযুক্তি মস্কোর হাতে চলে যেতে পারে বলে ইইউ সন্দেহ করছে। এমন পদক্ষেপের ফলে চীন তীব্র ক্ষোভ দেখিয়েছে। ইউরোপ সফররত চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী চিন গাং বেইজিংএর তরফ থেকে ‘প্রয়োজনীয় জবাব’ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক তাঁকে সরাসরি বলেন, যে ইউক্রেন যুদ্ধের প্রশ্নে চীনের ঘোষিত নিরপেক্ষতা কার্যত আগ্রাসী পক্ষের প্রতি সমর্থনের সমান। জার্মানিসহ ইউরোপের কিছু দেশ চীনের প্রতি আরও কড়া মনোভাব দেখালেও ইইউর অন্য সদস্যরা বেইজিংকে চটাতে দ্বিধা দেখাচ্ছে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ গত মাসে বেইজিং সফরের পর বলেন, তাইওয়ানের প্রশ্নে ইইউর পুরোপুরি মার্কিন নীতি অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই। সেই মন্তব্যের ফলে ইউরোপে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরের সময় ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাটেরিন কোলোনা ‘বৈশ্বিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা’ বজায় রাখতে চীনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করেন। এমন ভিন্ন মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে চীনের প্রতি ইইউর অভিন্ন নীতি যে সহজ হবে না, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শুক্রবার ইইউ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের কাছ থেকেও কোনো স্পষ্ট ফলের প্রত্যাশা রাখা হচ্ছে না। ইইউর পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রধান কর্মকর্তা জোসেপ বরেল বৃহস্পতিবার বলেন, পরাশক্তি হিসেবে চীনের উত্থান প্রতিরোধ করা গুরুত্বপূর্ণ নয়। চীন কীভাবে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করবে, সেটা নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। সেইসঙ্গে চীনের প্রশ্নে অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে সমন্বয় করতে চায় ইইউ। তাই শনিবার এশিয়াপ্রশান্তমহাসাগর অঞ্চলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গেও ইইউ সতীর্থরা চীনের বিষয়ে আলোচনা করবেন।

রাজ্যে বর্ণবৈষম্য, অপশাসন, ধর্মীয় মেরুকরণ ছড়াচ্ছে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে তৃণমূল

উত্তর দিনাজপুর ঃ রাজ্য জুরে বিজেপি পার্টির জাতি ভেদাভেদের রাজনীতি, অপশাসন, ধর্মীয় মেরুকরন, নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস সৃষ্টির প্রতিবাদ জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে মিছিল করা হলো ইটাহারে। এদিন ইটাহারের বিধায়ক তথা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতি মোশারফ হুসেনের সুপরামর্শে এবং ইটাহার ব্লক এসটি সেলের উদ্যোগে এই মিছিলটি করা হয় ইটাহারের রাস্তায়। ইটাহার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় থেকে ব্লকের প্রায় কয়েক শতাধিক তৃণমূল কর্মী, সমর্থকদের নিয়ে মিছিলটি ইটাহারের রাস্তা পরিক্রমা করে। শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার পক্ষে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে আয়োজিত এদিনের এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন রাজ্যের রাষ্ট্র মন্ত্রী তথা আদিবাসী সংগঠনের রাজ্য নেত্রী বীরবাহা হাঁসদা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, বিধায়ক মোশারফ হুসেন, ব্লক তৃণমূল সভাপতি যোগেন্দ্রনাথ রায়, সহ সভাপতি কার্তিক চন্দ্র দাস, এসটি সেলের ব্লক সভাপতি উপেন কিস্কু, পলাশ রায়, সুকান্ত মন্ডল, সাহেরুল হক, উত্তম সাহা সহ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃত্বরা। মূলত, বিজেপি যেভাবে রাজ্যজুড়ে জাতি ভেদাভেদ, লাশ নিয়ে রাজনীতি, ধর্মীয় মেরুকরণ, নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসের রাজনীতি করছে তারই প্রতিবাদ জানাতে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার পক্ষে ইটাহার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের এসটি সেলের তরফে এদিনের এই মিছিল বলে জানাযায়।

তৃনমূল কার্যালয়ে মিটিং করে বিতর্কে জড়ালেন জলপাইগুড়ির সরকারি কর্মচারীরা

জলপাইগুড়ি — বিতর্ক কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না তৃনমূল প্রভাবিত সরকারি কর্মচারীদের। কিছুদিন আগে তৃনমূলের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটিতে স্থান পেলেন জেলাশাকের দপ্তরে কর্মরত সরকারি কর্মচারী সঞ্জয় সিংহ রায়। তা নিয়ে বিতর্ক হোলো। এরপর সরকারি কর্মচারীদের দিয়ে অভিষেক ব্যানার্জীর জলপাইগুড়ির সভায় ভোট পরিচালনার অভিযোগ তুলে টুইট করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যা নিয়ে আবার বিতর্ক। এবার তৃনমূল জেলা কার্যালয়ে সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করে সেই ছবি ফেসবুকে দিলেন তৃনমূল প্রভাবিত সরকারি কর্মচারী সংগঠনের জেলা সভাপতি সঞ্জয় সিংহ রায়। আর এতেই আবার নতুন করে বিতর্ক তৈরী হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। বিষয়টি নিয়ে তোপ দেগেছেন বিজেপি নেতারা।

এবার যা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক

শুক্রবার তৃনমূলের জলপাইগুড়ি জেলা কার্যালয়ে বসে বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের কর্মীদের নিয়ে তৃনমূল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে একটি বৈঠক করা হয়। এরপর কমিটি গঠন করা হয়।যেই সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃনমূল সরকারি কর্মচারী সংগঠনের জেলা সভাপতি সঞ্জয় সিংহ রায় সহ আরও কয়েকজন সরকারি কর্মচারীরা।উপস্থিত ছিলেন তৃনমূলের জলপাইগুড়ি জেলার প্রাক্তন জেলা সভাপতি তথা তৃনমূলের বর্তমান জেলা কমিটির কোর্ডিনেটর চন্দন ভৌমিক।মিটিং এর ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেছেন সঞ্জয় বাবু।আর এতেই তীব্র প্রতিবাদ করেছেন বিজেপি নেতা বুবাই কর।

বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সহ সভাপতি বুবাই কর দাবী করে বলেন সরকারি কর্মচারীরা কোনও ভাবেই রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত থাকতে পারেনা। একের পর এক আইন বিরুদ্ধ কাজ করছে সঞ্জয় সিংহ রায়েরা। সংবাদ মাধ্যমে একের পর এক খবর বের হচ্ছে। কিন্তু প্রশাসন কিছুই ব্যাবস্থা নিচ্ছেনা। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। কারন আমাদের আশঙ্কা এইসব সরকারি কর্মীরা আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে তৃনমূলের পক্ষে প্রভাবিত করবে।

এই বিষয় নিয়ে আমরা যোগাযোগ করেছিলাম তৃনমূল প্রভাবিত সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের জেলা সভাপতি সঞ্জয় সিংহ রায়ের সাথে। তিনি ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়ে সাফ জানিয়ে দেন বাম আমলে সরকারি কর্মচারীদের থেকে চাঁদা আদায় করে দলীয় কার্যালয় তৈরী করা হয়েছে। আমরা তা করিনা। তাই আমাদের সাংগঠনিক দপ্তর নেই। আমরা সভা করার জন্য তৃনমূল জেলা দপ্তর ব্যাবহার করার অনুমতি চেয়েছিলাম। উনারা দিয়েছে। তাই ব্যাবহার করেছি।

চাঁদা আদায় করে সাংগঠনিক দপ্তর তৈরী করা প্রসঙ্গে আমরা টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিলাম বাম প্রভাবিত রাজ্য কো অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সম্পাদক মনোজিৎ দাসের সাথে। তিনি বলেন উনারা কোথায় বৈঠক করেছেন তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমরা বকেয়া ডিএ সহ বেশ কয়েক দফা দাবিতে আন্দোলন করছি। আমরা এসব বিষয় নিয়ে ভাবিত নই। তবে যুগ যুগ ধরে সমস্ত শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরা তারা নিজেদের চাঁদা দিয়ে সংগঠনের দপ্তর তৈরী করে।জলপাইগুড়িতেও তাই হয়েছে।

সড়ক দখলমুক্ত করতে পুলিশ ও ব্যবসায়ী সংগঠনের যৌথ প্রচেষ্টা

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি শহরে ফুটপাত দখল মুক্ত করতে শহরের ব্যবসায়ী সংগঠনের পাশে দাঁড়ালো জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানা এবং সদর ট্রাফিক পুলিশ যৌথভাবে ব্যবসায়িক সংগঠনের কর্মকর্তাদের নিয়ে শুক্রবার দুপুরের পর শহরের মার্চেন্ট রোড থেকে বিনবাজার এলাকায় রাস্তার দুধারে ধারে ফুটপাতে বিভিন্ন দোকানের ব্যবসায়ীরা পসরা সাজিয়ে বসে থাকে। আর এতেই যান চলাচল থেকে নিত্যযাত্রীদের চরম দুর্ভোগ। এদিন পুলিশ এবং ব্যবসায়ী সংগঠন যৌথভাবে বিভিন্ন দোকানে গিয়ে ফুটপাত দখল মুক্ত করার অনুরোধ রাখেন।

কালিয়াগঞ্জ গুলিতে নিহত মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে ন্যাশনাল কমিশন ফর শিডিউলড কাস্টস এর সহসভাপতি

মালদা ঃ কালিয়াগঞ্জ থানার রাধিকাপুর চাঁদগাঁ গ্রামে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু বিজেপি কর্মী মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের পরিবারের সাথে মালদায় এসে দেখা করলেন জাতীয় এস সি কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান অরুণ হালদার। জানাযায় কিছুদিন আগে কালিয়াগঞ্জের রাধিকাপুর চাঁদগাঁ, গ্রামের পুলিশের গুলিতে খুন হতে হতে হয়েছিল মৃত্যুঞ্জয় বর্মনকে। মৃত্যুঞ্জয় বর্মন একজন বিজেপির সক্রিয় কর্মী। মৃত্যুর পর থেকে মৃত বিজেপি কর্মী মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের পরিবারের সদস্যরা পুলিশি অত্যাচারের ভয়ে বাড়ি ছাড়া হয়েছিল। মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের স্ত্রী, ভাই, বাবা মা ,সকলল। এদিকে শুক্রবার জাতীয় এস সি কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান অরুণ হালদার সাথে মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের পরিবারের লোকেরা কথা বলেন তারা বিষয়টি অভিযোগ জানান এবং পাশাপাশি ও তদন্তের সিবিআইয়ের দাবি জানান এস সি কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান এর কাছে। তারপর শুক্রবার দুপুরে তারা মালদা থেকে সোজা কালিয়াগঞ্জ এর রাধিকাপুরের চাঁদগা গ্রামের মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়িতে পরিবারকে নিয়ে জাতীয় কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান জান। জাতীয় কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান অরুণ হালদার জানান আজকে আমরা আমাদের কমিশন সূত্রে জানতে পারছি মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের পরিবারের লোকেরা বাড়িতে নেই। তারা পুলিশের ভয়ে বাড়ি ছাড়া হয়েছে আজকে পুলিশের এটা সম্পূর্ণ ব্যর্থতা । আমি এই বিষয়ে পুলিশের সাথে কথা বলে এর উপযুক্ত ব্যবস্থা যাতে পুলিশ প্রশাসন নেয় সেদিকে দেখব।পাশাপাশি এই পরিবারের লোকদেরকে নিয়ে তাদের বাড়িতে কালিয়াগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

গোপন অভিযানে লক্ষাধিক টাকার চোড়াই শালকাঠ উদ্ধার করল বনদপ্তর, গ্রেপ্তার ২ জন

আলিপুরদুয়ার — গোপন অভিযানে লক্ষাধিক টাকার চোড়াই শালকাঠ উদ্ধার করল বনদপ্তর, গ্রেপ্তার ২ জন। জানা যায় শনিবার ভোররাতে গোপন সূত্রের খবরে আলিপুরদুয়ার ১ নং ব্লকের পাটকাপাড়া এবং বঞ্চুকামারী এলাকায় অভিযান চালায় বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনকর্মীরা। জানা যায় বনদপ্তরের দমনপুর ওয়েস্ট রেঞ্জ, দমনপুর মোবাইল স্কোয়াড ও গরমবিটের বনকর্মীরা যৌথভাবে এই অভিযান চালায়। এদিন ভোররাতে গোপন সূত্রের খবর পেয়ে পাটকাপাড়া এলাকায় একটি চোড়াই শালকাঠ বোঝাই ছোটাহাতি পিকআপ ভ্যানের পিছু করে আটক করে বনকর্মীরা। তবে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় গাড়িচালক। পরবর্তীতে বঞ্চুকামারী এলাকা থেকে চোড়াকাঠ বোঝাই একটি মারুতী ভ্যান ও একটি সাইকেল আটক করে বনকর্মীরা। ঘটনাস্থল থেকে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে বনদপ্তর। জানা যায় উদ্ধার হওয়া চোড়াই শালকাঠগুলির আনুমানিক বাজারমূল্য ২ লক্ষ টাকা। এদিন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ান ফরেস্ট অ্যাক্টে মামলা রজু করে আদালতে পেশ করে বনদপ্তর। আদালতে পেশ করলে আলিপুরদুয়ার জেলার অতিরিক্ত জেলা দায়রা আদালতের বিচারক অভিযুক্তদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

সিউড়ি জনসভায় অধীর সেলিম

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) - অবিলম্বে পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষনা করা,অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করা,পুলিশের নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করা, আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষের পঞ্চায়েত গড়ে তোলা সহ একাধিক দাবিতে বাম কংগ্রেস যৌথডাকে বৃহস্পতিবার দুপুরে সিউড়ি বেনীমাধব ইনস্টিটিউট মাঠে জনসভায় সিপিএম জেলা সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, লোকসভার বিরোধী দলনেতা ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরি,প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ রামচন্দ্র ডোম, ফরওয়ার্ড ব্লক রাজ্য সম্পাদক নরেন চ্যাটার্জি, বীরভূম জেলা কংগ্রেস সভাপতি মিল্টন রশিদ উপস্থিত ছিলেন । সভা পরিচালনা করেন বামফ্রন্ট বীরভূম জেলা আহ্বায়ক গৌতম ঘোষ । জনসভায় সেলিম বলেন, বাংলার মানুষ দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত নয় । ধর্মের বর্ম পড়ে অপকর্ম করে । ভোটের সময় জাতপাত ধর্মের নামে প্রচার চলবে না । চোরের বিরুদ্ধে,লুটেরার বিরুদ্ধে মানুষকে

তোলাবাজদের দিয়ে ডাকতারি করাতে পারে সিউড়িতে সেলিম

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) বৃহস্পতিবার দুপুরে সিউড়ি বেনীমাধব ইনস্টিটিউট মাঠে জনসভার পর সাংবাদিকদের লোকসভার বিরোধী দলনেতা ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, ডাক্তার নিযোগের ক্ষেত্রে তার অবস্থা মুখ্যমন্ত্রীর নিজের ডক্টরেট হওয়ার মতো অবস্থা হবে যেমন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টরেট উপাধি নিয়ে বাজার করেছে কিন্তু তার ডক্টরেট উপাধি ছিল না এখানকার ডাক্তারদেরও সেই অবস্থা হবে । কালিয়াগঞ্জ কান্ডে হাইকোর্টের নির্দেশে সিট গঠন প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের মহম্মদ সেলিম বলেন, উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বিশ্বাস করতে চাইছে না মানুষ । দময়ন্তী সেন এফিসিয়েন্ট অফিসার । চিকিৎসক নিযোগে প্রসঙ্গে সেলিম বলেন, তোলাবাজদের দিয়ে ডাকতারি করাতে পারে । ডিএ চাইলে বদলি করে দিচ্ছে ।

ছিনতাইয়ে যুবকের সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ২০১৭ সালের ষোলো জুলাই রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ খেয়েদেয়ে বাইরে বেড়ানোর সময় মাথায় আঘাত করলে জখম অবস্থায় পড়ে গেলে এক ব্যাক্তির কাছ থেকে তিনটি সোনার আংটি একটি মোবাইল ছিনতাই করে রাজেশ খান । পুলিশ রাজেশকে গ্রেপ্তার করে । টিআই প্যারেডে রাজেশকে শনাক্ত করে জখম ব্যাকতি । শুক্রবার সিউড়ি আদালতে সাজা ঘোষণা করা হয় । মামলার সহকারী আইনজীবী বিকাশ পৈতন্ড বলেন, ৩৯৭ নং ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে । আজ সাজা ঘোষণা করা হলো । সাতবছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং একহাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক ।

শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানা প্রাঙ্গণে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন

শিলিগুড়িঃ উৎসর্গ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করলো শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার পুলিশ। শনিবার ভক্তিনগর থানা প্রাঙ্গণে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের শিবিরে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার অখিলেশ চতুর্বেদী। রক্তের সংকট মেটাতে উৎসর্গ কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃদ্যোপাধ্যায়। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শনিবার ভক্তিনগর থানার পক্ষ থেকে এই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার অখিলেশ চতুর্বেদী, সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা। এদিন পুলিশ কর্মী সহ সাধারণ মানুষ রক্তদানে এগিয়ে আসেন। জানা গিয়েছে একটি বেসরকারি সংগঠনের সহযোগিতায় এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। সংগৃহীত রক্ত শিলিগুড়ি তেরাই লায়েন্স ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়।

ফের মর্মান্তিক পথ দূর্ঘটনা। দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে ধাক্কা চারচাকার

শিলিগুড়ি ঃ ফের মর্মান্তিক পথ দূর্ঘটনা। দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে ধাক্কা চারচাকার। নকশালবাড়ির বেঙ্গাইজোতের এশিয়ান হাইওয়ে২ জাতীয় সড়কের ঘটনা। শনিবার সকালে ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়।জানা গিয়েছে, ওই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় চারচাকার চালকের। মৃতের নাম বাবলু সিংহ(৩২)। সে পানিট্যাঙ্কির বাসিন্দা। খবর পেয়ে নকশালবাড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে নকশালবাড়ি হাসপাতালে পাঠায়। তারপর সেখান থেকে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বীরপাড়া ডিভিশন বাগানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির এবং ওষুধ বিতরণ

আলিপুরদুয়ার ঃ জটেশ্বর এডুকেশন সেন্টারের পক্ষ থেকে রবিবার বীরপাড়া ডিভিশন বাগানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির এবং সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হলো। জানা গিয়েছে, ওই শিবিরে ২০০রও বেশি রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। পাশাপাশি বিনামূল্যে ওষুধও প্রদান করা হয়। এদিন জটেশ্বর এডুকেশন সেন্টার কর্ণধার শাজাহান তালুকদার জানান, তারা সারা বছরই বিভিন্ন জায়গায় যেখানে স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই সেখানে গিয়ে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এভাবেই স্বাস্থ্য শিবির চালিয়ে যান।

রবীন্দ্র জয়ন্তীতে জলপাইগুড়িতে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন

জলপাইগুড়ি ঃ বোরো কমিটির উদ্যোগে শুরু রবীন্দ্র জয়ন্তী পালনের প্রস্তুতি।রোববার জলপাইগুড়ি পৌর সভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বোরো কমিটির উদ্যোগে চারটি বিভাগে ভাগ করে শিশুদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো বোসে আকো প্রতিযোগিতা।আগামি ২৫ শে বৈশাখ কবি গুরু রবীন্দরনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে এবার বোরো কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রবীন্দ্র জয়ন্তী।তারই বিভিন্ন ধাপ গুলো সম্পন্ন করার অংশ হিসেবেই এই বোসে আকো প্রতিযোগিতা বলে জানিয়েছেন, পুর সদস্যা, সঞ্চিতা পঞ্চনন ধর।

এলাকায় আধিপত্যের জন্য তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে

কোচবিহার ঃ পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে আবারো সরগরম গিতালদহ। প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য একরামুল হকের বাড়িতে আক্রমণ ভাঙচুর ও টাকা লুটপাটের অভিযোগ উঠল তৃনমূলের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ বাহিনী। দীর্ঘদিন ধরেই এলাকা দখল কে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে চলছে গোষ্ঠী কোন্দল। অভিযোগ প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আবু আল আজাদের গোষ্ঠীর একরামুল হকের উপর হামলা চালায় গিতালদহ ১ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আমিরুল হক এবং মাহফুজুর রহমানের লোকেরা।

বনবাসী কল্যাণ আশ্রম উত্তরবঙ্গের ১০৮ জন বনবাসী দম্পতির গণবিবাহের আয়োজন

শিলিগুড়ি ঃ প্রতিবারের মতো এবারও বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, সালুগাদা, উত্তরবঙ্গের পক্ষ থেকে ১০৮ জন বনবাসী দম্পতির গণবিবাহের আযোজন করা হয়েছে। এবারও শালবাড়িতে অবস্থিত বিরসা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের পক্ষ থেকে ১০৮ জন বনবাসী ও আদিবাসী দম্পতি গাঁটছড়া বাঁধলেন। এই সহযোগিতায় শিলিগুড়ির রোটারি ক্লাবও করেছে। ১১ জন দম্পতির বিয়ের খরচ সংস্থাটি বহন করেছে।

প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচতে ট্রাফিক পুলিশকে শীতল পানীয় সরবরাহ করা

শিলিগুড়িঃ শিলিগুড়ি টাউন ওয়ান ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেল এর পক্ষ থেকে আজকে শিলিগুড়ি রাজপথে এই তীব্র দাবদাহে ডিউটি করা ট্রাফিক সার্জেন্ট ও সিভিক ভলেন্টিয়ার দের ঠান্ডা ও কিছু জলখাবার দিয়ে পাশে থাকার বার্তা দেওয়া হল, উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের স্টেট জেনারেল সেক্রেটারি রঞ্জন মজুমদার মহাশয় শিলিগুড়ি টাউন ওয়ান ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট রামভজন মাহাতো ও টাউন ওয়ান ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস নমঃশূদ্র উদ্বাস্তু সেলের সকল কর্মীরা।

ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার প্রদেশ কমিটির সভাপতি ডক্টর ইন্দ্রনীল খা মহাশয়ের উপস্থিতিতে চায়েপে চর্চা

শিলিগুড়ি । ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার প্রদেশ কমিটির সম্মানীয় সভাপতি ডক্টর ইন্দ্রনীল খা মহাশয়ের উপস্থিতিতে আজ শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার মাটিগাড়া ১ মেডিকেল মন্ডলে চায়েপে চর্চা, উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা যুব মোর্চার সভাপতি অরজিৎ দাস মহাশয় এবং দুই সাধারণ সম্পাদক অনিত দাস মহাশয় ও মনীষা সরকার মহাশয়া এবং উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল মন্ডল এর বিজেপি সভাপতি মনিকন্ঠ সরকার মহাশয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি পাঠানোর তোড়জোড় শুরু

আলিপুরদুয়ার ঃ বাংলাকে বঞ্চনার অভিযোগ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি পাঠানোর তোড়জোড় শুরু। বাংলাকে বঞ্চনার অভিযোগে প্রধান মন্ত্রীকে ১ কোটি চিঠি পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন অভিষেক। রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাদ্রাসা পাড়া এলাকার উপভোক্তাদের থেকে চিঠি সংগ্রহের কাজ শুরু করল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের অভিযোগ, গত ২ বছর ধরে ১০০ দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র। উপভোক্তাদেরও দাবি, কেউ টাকা পাচ্ছেন না। এই পরিস্থিতিতে, এদিন ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাদ্রাসাপাড়া এলাকার ১০০ দিনের কাজের উপভোক্তাদের থেকে চিঠি সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে তৃণমূল। এদিন চিঠি লেখার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় ক্যাম্প করা হয়। এই রাজনৈতিক চাপানউতোরের মাঝে পড়ে শেষ পর্যন্ত কী ১০০ দিনের টাকা পাবেন জবকার্ড হোল্ডাররা? নাকি পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এ নিয়ে রাজনীতিই চলবে ? প্রশ্ন উঠছে।

রাজ্য সড়কে বাইক বিধ্বস্ত, এক কিশোরের মৃত্যু, অন্যের অবস্থা আশঙ্কাজনক

উত্তর দিনাজপুর ঃসড়ক দুর্ঘটনায় এক কিশোরের মৃত্যুর ঘটনায় রবিবার ইসলামপুর থানার মৌলানি এলাকার রাজ্য সড়কে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। পাশাপাশি গুরুতর জখম আরও এক কিশোর। স্হানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার বাইক নিয়ে বাড়ি থেকে আত্মীয়র বাড়ি যাওয়ার পথে ইসলামপুর থানার আগডিমটি খুন্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের মৌলানি এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। এরপর স্থানীয়রা তড়িঘড়ি গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মনজর আলী নামে এক কিশোরকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনায় আফসার আলী নামে আরেক কিশোর জখম অবস্থায় ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তবে দুর্ঘটনাটি ঠিক কিভাবে হয়েছে সেবিষয়ে কেউই কিছু জানাতে পারেনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইসলামপুর থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইসলামপুর থানার পুলিশ।

মায়ুম রসই সেবার মাধ্যমে খাবার পেল ৪০০ ক্ষুধার্ত মানুষ

কোচবিহার ঃআমাদের সমাজে খালি পেটে যাতে আর কেউ না থাকে সেই সমস্ত লোকেদের কথা মাথায় রেখে কোচবিহারের মারওয়ারী যুব মঞ্চ শুরু করতে চলেছে মায়ুম রসই সেবা সেবার মাধ্যমে কোচবিহারের বিভিন্ন প্রান্তের যে সমস্ত লোকেরা প্রায়ই, না খেয়ে দিন কাটান তাদের পাশে দাঁড়াতে চলেছে এই সংস্থা।

কোচবিহারের হাসপাতাল মোড়ে মারোড়ি যুব মঞ্চের পক্ষ থেকে প্রায় ৪০০ জন গরিব দুঃখীদের তাদের এই প্রকল্পের মাধ্যমে সেবা করান এই সংস্থা।এই বিষয়ে মারওয়ারী যুব মঞ্চের স্টেট কনভেনার পবন বুচ্চা বলেন, মারওয়ারি যুবা মঞ্চের সিকিম প্রান্তের পক্ষ থেকে মায়ু রসই সেবে এর আযোজন করা হয়েছে।

যাতে আর গরীব দুখেরা রাতে না খেয়ে ঘুমায়।সেই সাথে তিনি আরো বলেন খুব শীঘ্রই আমরা রেশম সেবা চালু করতে চলেছি। সেই সাথে যে সমস্ত গরিব দুঃখী পরিবারের মেয়েদের পরিবারের তরফ থেকে বিয়ে দিতে অসুবিধায় হয় আগামী দিনে তাদের পাশে দাঁড়াবেন এই সংস্থা।

পঞ্চম আন্তর্জাতিক যোগা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩ এ শিলিগুড়ির ১৫ জন জয়ী যোগা প্রতিযোগীর সংবর্ধনা

শিলিগুড়ি। পঞ্চম আন্তর্জাতিক যোগা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩ এ প্রতিবেশী দেশ নেপাল ভুটান ও বাংলাদেশকে হারিয়ে জয়ী হলো শিলিগুড়ির ১৫ জন প্রতিযোগী। গত ২৮ ২৯-৩০শে এপ্রিল নেপালের ঝাপায় অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক যোগা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩। সেই প্রতিযোগিতায় ভালো ফল করে শিলিগুড়ির ১৫ জন প্রতিযোগী, যার মধ্যে ৬টি সোনা, সিলভার ও ব্রোঞ্জ মিলে মোট ১৫ টি মেডেল ভারতের ঝুলিতে আসে। এদিন তাদের সংবর্ধনা ও উৎসাহ দিতে বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন কলমজোত মেডিকেল মোরে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আযোজন করেন। তাদের এই সাফল্যে খুশি পরিবারের লোকজন সহ শহরবাসী। আগামী দিনে তারা যেন আরো ভালো ফল করতে পারে তার জন্য আজকের এই অনুষ্ঠানে বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে তাদের সকলেই উৎসাহিত করেন সংগঠনের সভাপতি সুমন চ্যাটার্জী। এছাড়াও এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডিন এঞ্জ. সন্দীপ সেনগুপ্ত,এঞ্জ. স্বপন কুমার চ্যাটার্জী, ভারতীয় দলের কোচ ডঃ শিব হাজরা, মাটিগাড়া ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণ সরকার, ১৮খাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান যুথিকা রায় খাঞ্চবিশ সহ অন্যান্যরা।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

মন্ত্রী, বিধায়ক এবং দলীয় সতীর্থদের সঙ্গে 'দ্যা কেরালা স্টোরি' ছবি উপভোগ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

রাজ্য থেকে লাভ জিহাদ নির্মূল করার জন্য কন্যা সন্তানদের নিয়ে প্রত্যেককে এই ছবি দেখার আহ্বান

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ঘোষণা অনুযায়ী কাজ। মন্ত্রী, বিধায়ক এবং দলীয় সতীর্থদের সঙ্গে 'দ্যা কেরালা স্টোরি' ছবি উপভোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এই ছবি উপভোগ করার পর এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে কন্যা সহ রাজ্যের প্রত্যেক পরিবারকে এই ছবি দেখার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মূলত লাভ জিহাদ নির্মূল করার ক্ষেত্রে এই ছবি দেখা প্রযোজনে বলে মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী।

'দ্যা কেরালা স্টোরি' ছবিকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে সারা দেশ জুড়ে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। গত ৫ মে সারা ভারতে মুক্তি পাওয়া 'দ্যা কেরালা স্টোরি' ছবিটি এরমধ্যে ৫৫ কোটি টাকার অধিক ব্যবসা করতে সক্ষম হয়েছে। ছবিটি নিয়ে দেশজুড়ে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ছবির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। তামিলনাড়ুতে এই ছবির প্রদর্শন শুরু হলেও দুই দিনের মধ্যে রহস্যজনক ভাবে সেটা সিনেমা ঘর থেকে সেই ছবি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মূলত ছবিটি দেশের শাসক এবং বিরোধী পক্ষের রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার সভায় এই ছবির নাম ব্যাপকভাবে উচ্চারিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ছাড়াও কর্নাটকে স্টার ক্যাম্পেনারের দায়িত্বে থাকা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও 'দ্যা কেরালা স্টোরি' ছবির স্বপক্ষে ব্যাপক সরব হয়ে করেছিলেন। এবার এই ছবি প্রত্যক্ষ করার পরিকল্পনা নিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত দুই দিন আগে গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয় জনতা ভবনে আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে 'দ্যা কেরালা স্টোরি' প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হওয়ার পর আগামী ১১ মে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এই ছবি দেখবেন বলে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অবশেষে ঘোষণা অনুযায়ী বৃহস্পতিবার গুয়াহাটি মহানগরের সিটি সেংটার মলের পিভিআরে এই ছবিটি উপভোগ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা, মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া সহ কাবিনেটর অন্যান্য মন্ত্রী, বিধায়ক এবং বিজেপির দলীয় কর্মকর্তারা তার সঙ্গ দিয়েছেন।

'দ্যা কেরালা স্টোরি' ছবি উপভোগ করার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন কেবিনেটের সতীর্থ বিধায়ক এবং দলীয় সতীর্থদের সঙ্গে আজ ছবিটি দেখলেন। সত্যি একটি দুঃখজনক ছবি। বিশেষ করে এই ছবি মূলত কেরালার কয়েকজন মেয়েদের করুন কাহিনী বয়ান করছে। সন্ত্রাসবাদীরা কিভাবে মেয়েদের ব্রেন ওয়াশ করে, কিভাবে ড্রাগসের অভাব প্রচলনের মাধ্যমে মেয়েদের হিউম্যান বোম হিসাবে রূপান্তর করা হয় এই ছবিতে এটাই দেখানো হয়েছে। সাধারণ জীবন ধারণ করা একটি মেয়ে কিভাবে সন্ত্রাসবাদীদের কবলে পড়ে যায় সেটাও ছবিতে রয়েছে। এই মেয়েদের করুন কাহিনীগুলো বিভিন্ন ক্যারেক্টারের মাধ্যমে এই ছবিতে দেখা গেছে। রাজ্যের আমজনতার প্রতি আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন প্রত্যেক ব্যক্তি যেন তাদের কন্যা সন্তানের সঙ্গে এই ছবি দেখেন। এই ছবি দেখলে প্রতিটি পরিবার বহু কথা বুঝতে পারবে। নিজেদের ধর্মীয় সংস্কৃতি পরম্পরা সঙ্গে ছোট থেকে বড় হতে শিখলে ভবিষ্যতে কত সমস্যা থেকে দূরে থাকা যাবে সেটা বুঝতে পারবেন। কন্যা সন্তান কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে, কার সঙ্গে চলাফেরা করছে সে ক্ষেত্রে পরিবারের নজর রাখা উচিত। রাজ্য থেকে লাভ জিহাদ নির্মূল করার জন্য কন্যা সন্তানদের নিয়ে প্রত্যেককে এই ছবি দেখার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

পশ্চিমবঙ্গে 'দ্যা কেরালা স্টোরি' নিষেধ করা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন তিনি জানেন না সেখানে কি হচ্ছে। তবে এই ছবি নিষেধ করে কোন লাভ নেই। এই ছবি কোন বিশেষ ধর্মকে আক্রমণ করেনি। মূলত ছবিটি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে এবং একটি ষড়যন্ত্রের বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছে। এমনকি সহজ সরল মুসলমান মেয়েদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হওয়া এই ছবিটিতে দেখানো হয়েছে। ফলে যেই এই ছবি নিষেধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা এটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাদের যুক্তি অনুযায়ী মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই ছবি বলে সেটাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে অথচ এই ছবি আইএসআইএস সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে নিষেধ করার আগে তাদের ছবিটি দেখার প্রযোজন ছিল। একবার ছবিটি দেখলে তারাই এই ছবি নিষিদ্ধ করতেন না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বারংবার বলেন এই ছবি কোন ধর্মের বিরুদ্ধে নয় বরং সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের একটি সাংঘাতিক ছকের বিষয়ে যার মাধ্যমে ধর্মের নামে সরল মনের মেয়েদের বিপথে পরিচালিত করা হচ্ছে। অন্যদিকে তিনি বলেন ট্যাক্স ফ্রি করাটি আলোচনার বিষয় নয়। কে ছবিটি ট্যাক্স ফ্রী করেছে, কে করলো না সেটা আলোচনা করা অর্থহীন। মূল কথা ছবিটি দেখার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা। তিনি স্বয়ং যখন কেবিনেট মন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে ছবিটি দেখতে এসেছেন ফলে এখানে এটাই বার্তা যাচ্ছে যে প্রত্যেকের এই ছবিটি দেখা প্রযোজন বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

বহু বিবাহ প্রসঙ্গে কঠোর মুখ্যমন্ত্রী, ২০২৪ সালের আগেই আইন প্রণয়নের ঘোষণা, বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন

মুসলমানদের লক্ষ্য করে এই আইন বলে অভিযোগ বদরুদ্দিন আজমলের, মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতিক্রিয়া

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ বাল্যবিবাহের পর এবার বহু বিবাহের বিরুদ্ধে কঠোর হতে চলেছে অসম সরকার। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক্ষেত্রে কঠোর স্থিতি নিয়ে ২০১৪ সালের আগেই বহু বিবাহের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করার ঘোষণা করেছেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর পদক্ষেপের সমালোচনা করেছেন বদরুদ্দিন আজমল। মুসলমানদের লক্ষ্য করে এই আইন নিয়ে আসা হচ্ছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন তিনি। এক্ষেত্রে জবাবও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শর্মা।

বহু বিবাহ প্রসঙ্গে ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে। এই কমিটির অধ্যক্ষ হিসেবে থাকবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রুমি ফুকন। তাছাড়া কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন রাজ্য সরকারের মহাধিবক্তা দেবজিত শইকিয়া, অতিরিক্ত মহাধিবক্তা নালিন কোহলি। একই সঙ্গে বরিষ্ট আইনজীবী নেকিবুর জামানকে এই কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন। ৬০ দিনের মধ্যে এই কমিটিকে প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছে অসম সরকার।

প্রসঙ্গত দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আযোজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করা অনুযায়ী বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযানের পর এবার রাজ্যে বহু বিবাহ প্রথা বন্ধ করার পরিকল্পনা করেছে সরকার। অতি শীঘ্র এক্ষেত্রে নীতিনিয়ম নির্ধারণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে বলেও জানিয়েছিলেন তিনি। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছিলেন সম্পূর্ণভাবে ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) রূপায়ন করা হচ্ছে না। শুধুমাত্র তার একটি অংশ নিয়ে সরকার পদক্ষেপ নিতে চলেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর এই নতুন পদক্ষেপের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে এক্ষেত্রে মন্তব্য করেছেন এআইইউডিএফ প্রধান তথা সংসদ বদরুদ্দিন আজমল। তিনি বলেছেন মুসলমানদের টার্গেট করার জন্যই এই ধরনের পদক্ষেপ নিতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সারা দেশে চলা সমীক্ষা অনুযায়ী মুসলমানদের থেকে বেশি বিভিন্ন উপজাতি এবং অন্যান্য ধর্মের ব্যক্তিরা বহুবিবাহ করছেন। মুসলমানদের মধ্যে বহু বিবাহ অত্যন্ত সীমিত। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী শুধুমাত্র এক্ষেত্রে মুসলমানদের লক্ষ্য হিসেবে নিয়ে এই বিষয়টির ক্ষেত্রে তৎপর হয়ে রয়েছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সংসদ বদরুদ্দিন আজমল।

বৃহস্পতিবার গুয়াহাটি মহানগরের সিটি সেন্টার মলে 'দ্যা কেরালা স্টোরি' ছবি উপভোগ করতে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন বহুবিবাহ প্রসঙ্গে গঠন করে দেওয়া বিশেষজ্ঞ কমিটি সরকারকে প্রতিবেদন দাখিল করার পর এক্ষেত্রে সরকার আইন প্রণয়ন করবে। ২০২৪ সালের আগে অসমে বহু বিবাহের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা হবে বলে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন তিনি। অন্যদিকে বদরুদ্দিন আজমলের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন আজমল তার বিরোধিতা করবে এটা স্বাভাবিক কথা। বিরোধী হয়ে শাসকের বিরুদ্ধে বিরোধিতা না করলে তিনি ভোট কিভাবে পাবেন সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, শুধুমাত্র কংগ্রেস নয় এআইইউডিএফ এর সঙ্গেও তার সম্পর্ক রয়েছে। তবে সেটা টাকাপয়সা কিংবা আর্থিক সম্পর্ক নয়। দুটি দলের বিধায়কদের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

এবার লকআপে 'প্রচন্ড গরম' নিয়ে হুলুস্থুল শিশু নির্যাতনকারী ডাক্তার দম্পতির, ডিএনএ পরীক্ষা সম্পন্ন জন্য ডাঃ সঙ্গীতা দত্তের রক্তের নমুনা সংগ্রহ

ডাঃ সঙ্গীতা দত্তের সহকর্মী 'দিদি' উৎপলা বোসের সন্ধানে পুলিশ, গুয়াহাটির সাংবাদিক অভিজিৎ বোসকে আপাতত মুক্তি

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ প্রতিদিন শিশু নির্যাতনকারী সার্জেন্ট ডাঃ ওয়ালিউল ইসলাম এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঙ্গীতা দত্তের ক্ষেত্রে নতুন নতুন তথ্য প্রকাশ পাচ্ছে। এর পাশাপাশি পুলিশের হেফাজতে থাকা ডাক্তার দম্পতির অভদ্র আচরণ তথা অসহ্যকর ব্যবহারে নাজেহাল হয়ে পড়েছে পান বাজার মহিলা থানা এবং ফটো বাজার থানার কর্তৃপক্ষ। ডাক্তার দম্পতির বাড়িতে কাজের মেয়ে হিসেবে নিযোজিত লক্ষ্মী রায় এবং কাবাই বহু বিস্ফোরক তথ্য ইতিমধ্যে পুলিশের কাছে বয়ান করেছে। অবশেষে এই দুইজন ডাক্তার দম্পত্তির বিরুদ্ধে রাজ সাক্ষী হওয়ার পক্ষে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেছে। ইন্ডিয়ান সেক্রেটিক সোসাইটি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঙ্গীতা দত্তের এই কর্মকান্ডের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছে। সংগঠনটির উপসভাপতি ডাঃ দীপাঞ্জলি মেধি এবং সাধারণ সম্পাদক ডাঃ জয়ন্ত দত্ত এক্ষেত্রে এক বিস্তারিত তদন্তের দাবী জানিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত গুয়াহাটি মহানগরের উলুবাড়ি স্থিত রোমা এন্ডক্লেভে থাকা ডাক্তার দম্পত্তির ফ্ল্যাট থেকে ইতিমধ্যে ৩২ টি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটের সংগ্রহ করেছে পুলিশ। সেই সিসিটিভি ফুটেজে শিশু ডিউটির উপরে অকথ্য শারীরিক নির্যাতনের তথ্য রয়েছে। কিভাবে শিশু দুটির গোপনাঙ্গে গরম চামচ, গরম হাতা লাগিয়ে তথা গরম জল ঢেলে দিয়ে তাদের নির্যাতন করা হতো সেটার প্রমাণ রয়েছে। এক্ষেত্রে কাজের মেয়ে হিসেবে নিযোজিত থাকা লক্ষ্মী রায় এবং কাবাই ডাক্তার দম্পতির নির্দেশে শিশু দুটিকে মারধর করতে দেখা গেছে। তারাই চামচ কিংবা হাতা গরম করে এনে ডাঃ সঙ্গীতা দত্তের হাতে দিতেন। সিসিটিভি ফুটেজে থাকা নির্যাতনে ঘটনার বাইরেও অন্য বহু তথ্য তারা পুলিশকে জানিয়েছেন বলে একসপ্তরে প্রকাশ পেয়েছে। ফলে এবার পুলিশ লক্ষ্মী রায় এবং কাবাইকে রাজ সাক্ষী হিসেবে আদালতে হাজির করানোর প্রচেষ্টা করছে বলে জানা গেছে। অন্যদিকে ডাঃ ওয়ালিউল ইসলাম এবং ডাঃ সঙ্গীতা দত্তের অভদ্র আচরণে নাজেহাল হয়ে পড়েছে পুলিশ। গতকাল পুলিশ ডাঃ সঙ্গীতা দত্তকে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে নিয়ে গেছিল। কিন্তু এই মনোরোগ বিশেষজ্ঞ কোনো অবস্থাতেই রক্তের নমুনা দিতে রাজি হননি। উল্টো সাংবাদিকদের দেখে 'আমাকে বাঁচান আমাকে বাঁচান, পুলিশ মিলে রয়েছে, মিডিয়াকে রিপোর্ট দিচ্ছে, কাজ করা মানুষকে কিনে নিয়েছে পুলিশ, আমি কিছু করিনি, আমাকে বাঁচান' বলে চিৎকার চেঁচামেচি করেছেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার অত্যন্ত শান্তভাবে ডাঃ সঙ্গীতা দত্ত ডিএনএ পরীক্ষার জন্য রক্তের নমুনা সংগ্রহ করার অনুমতি দিয়েছেন। তবে প্রচন্ড গরমের জন্য পানবাজার থানায় হুলুস্থুল করেছেন তিনি। একইভাবে ডাঃ ওয়ালিউল ইসলাম গরমের জন্য লকআপের বাইরে এসে ফ্যানের নিচে বসার অনুমতি দেওয়ার জন্য পুলিশের কাছে অনুরোধ জানান। এদিকে ডাঃ সঙ্গীতা দত্তের সহকর্মী 'দিদি' উৎপলা বোসকে লুকিয়ে রেখে গ্রেফতার হওয়া গুয়াহাটির সাংবাদিক অভিজিৎ বোসকে আজ পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে। বর্তমান গুয়াহাটি মহানগর থেকে প্রকাশিত দৈনিক যুগশঙ্খ সংবাদপত্রে কর্মরত এই সাংবাদিককে পুলিশ ছেড়ে দিলেও তার উপরে নজর রাখা হবে বলে তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া প্রযোজনে জেরার জন্য এই সাংবাদিককে ফের ডাকা হতে পারে বলেও জানিয়ে রেখেছে পুলিশ। ডাঃ সঙ্গীতা দত্তের সহকর্মী হিসেবে থাকা উৎপলা বোসকে দীর্ঘদিন ধরে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। তবে তিনি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে গেছেন বলে তার কল রেকর্ড এর মাধ্যমে জানা গেছে। অসম পুলিশের একটি দল এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে অভিযান চালাবে বলে এক সূত্রে প্রকাশ পেয়েছে। মূলত ডাঃ সঙ্গীতা দত্তকে এই মহিলা শিশু দুটি এনে দিয়েছিলেন বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছে পুলিশ। ডাক্তার দম্পতির ভয়ানক শারীরিক অত্যাচার এবং যৌন নির্যাতনের সম্মুখীন হওয়া শিশু দুটিকে বর্তমান প্রশাসনের একটি শিশু গৃহে রাখা হয়েছে। ক্রমাত স্বাভাবিক হয়ে উঠছে শিশু দুটি। তবে আজও ডাক্তার দম্পতির নাম শুনলে দুজনেই ভয়ে কেঁপে ওঠে। শিশু কল্যাণ সমিতির প্রধান জিতু দত্ত জানিয়েছেন বর্তমান অন্যান্য শিশুর সঙ্গে খেলাধুলা করছে ভুক্তভোগী শিশু দুটি। তাদের শরীরের কোন অঙ্গ বাদ পড়েনি যেখানে আঘাতের চিহ্ন নেই। ছেলে শিশুটির তুলনায় মেয়ে শিশুটি বেশি আঘাতপ্রাপ্ত বলে তিনি জানিয়েছেন। শিশু দুটির এই করুন অবস্থা দেখে শিশু কল্যাণ সমিতির প্রত্যেকের চোখে জল এসে গেছে। তিনি জানান একটি নতুন পুতুল মেয়েটির হাতে তুলে দেওয়ার পর মেয়েটি পুতুলের দিকে তাকিয়ে বলেছে 'এ কে মনে হয় মা মারেনি'। অর্থাৎ পুতুলটিতে কোন ধরনের দাগ না থাকার ফলে মেয়ে শিশুটি মনে করেছে এই পুতুলটি তার মার অত্যাচার, মারধর থেকে রক্ষা পেয়েছে। এইভাবে শিশু দুটির করুন অবস্থা বয়ান করেছেন শিশু কল্যাণ সমিতির প্রধান জিতু দত্ত। তিনি বলেন বহু বছর ধরে শিশুর জন্য তারা কাজ করছেন। কিন্তু শিশুর উপরে এই ধরনের পাশবিক অত্যাচার নির্যাতন তারা আগে কখনো দেখেননি। এটাকে পাশবিক নির্যাতন বলা হবে নাকি শারীরিক নির্যাতন বলা হবে সেটার সংজ্ঞা দেওয়া যাবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি। তবে বর্তমান শিশু দুটির কাউন্সিলিং এবং শারীরিক পরীক্ষা অব্যাহত রয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে ভুক্তভোগী এই দুটি শিশু স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন জিতু দত্ত।

অসমের রাজনীতিতে 'শোলে' ছবি পুনরায় মুক্তি তথা সুপারহিট

মিত্রতা প্রসঙ্গে কংগ্রেস নিজের ভুল একদিন অনুভব করবে বলে মন্তব্য এআইইউডিএফ প্রধান তথা সংসদ বদরুদ্দিন আজমলের, কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ রাজ্যের বিরোধী রাজনীতিতে এবার 'শোলে' ছবির অনুপ্রবেশ। তবে রাজনীতিতে শুধুমাত্র 'শোলে' পুনরায় মুক্তি নয় বরং ছবিটি ইতিমধ্যে সুপারহিট হয়ে গেছে। এই ছবিকে কেন্দ্র করে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা এবং এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সংসদ বদরুদ্দিন আজমলের মধ্যে প্রচন্ডভাবে তর্কবিতর্কের সূচনা হয়েছে। মিত্রতা প্রসঙ্গে কংগ্রেস নিজের ভুল একদিন অনুভব করবে বলে মন্তব্য করেছেন বদরুদ্দিন আজমল তবে এক্ষেত্রেও কংগ্রেস নিজেদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অসম প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বে ১১ টি রাজনৈতিক দলের এক ঐক্য মঞ্চ গঠন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত কংগ্রেস সহ ১১ টি রাজনৈতিক দলের এই বিরোধী ঐক্য মঞ্চের ক্ষেত্রে সংসদ বদরুদ্দিন আজমল শোলে ছবির একটি বিখ্যাত ডায়লগ 'ঠাকুরনে হিজড়োকি ফৌজ বানাই হে' বলেছিলেন। এর বিরোধিতায় ইতিমধ্যে থানায় এজাহার দাখিল করেছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। তবে তার বিরুদ্ধে থানায় কংগ্রেসের এজাহার সম্পর্কে প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেছেন এআইইউডিএফ প্রধান তথা সংসদ বদরুদ্দিন আজমল। শুধুমাত্র থানায় এজাহার দাখিল করা নয় বরং এর পাল্টা জবাবে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা বলেন 'শোলে' ছবিতে এই ডায়লগ দিয়েছিলেন গব্বর সিং। অর্থাৎ বদরুদ্দিন আজমল নিজেকে গব্বর সিং হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তবে অসমের সাধারণ মানুষ গব্বর সিংকে গ্রহণ করবেন না বলে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন তিনি। এর পাল্টা জবাব হিসেবে এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সংসদ বদরুদ্দিন আজমল বলেন তিনি যদি গব্বর সিং তাহলে ভূপেন বরা হেমা মালিনী অর্থাৎ বাসন্তী। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে হেমা মালিনি রুপি ভূপেন বরাকে তার সামনে নৃত্য করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বদরুদ্দিন আজমল। অর্থাৎ ঠিক 'শোলে' ছবির আদলে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতিকে জবাব দিয়েছেন তিনি। তবে কংগ্রেসের সমালোচনা করলেও আজও দলটির সঙ্গে মিত্রতা করতে আগ্রহী এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সংসদ বদরুদ্দিন আজমল। তিনি বলেন কংগ্রেসের জন্য আপাতত নগাও এবং কলিয়াবর লোকসভা কেন্দ্র দুটি ছেড়ে রেখেছে এআইইউডিএফ। তিনি বলেন এআইইউডিএফ এর সাহায্য ছাড়া কংগ্রেসের প্রদ্যুৎ বরদলৈ কিংবা গৌরব গগৈ কিংবা আব্দুল খালেক কোনো প্রার্থী বিজয়ী হতে পারবে না। কংগ্রেস তাকে বর্তমান নানা ভাবে সমালোচনা করছে। সেটা করুক। কিন্তু অবশেষে একদিনে কংগ্রেস নিজের ভুল বুঝতে পারবে। কিন্তু সেই সময় কংগ্রেসের জন্য অনেক দেরি হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন বদরুদ্দিন আজমল। এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি তথা বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। বৃহস্পতিবার গুয়াহাটি মহানগরের এমএলএ হোস্টেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় তিনি বলেন এআইইউডিএফ হলো বর্তমান বিনা চাবির একটি তালা। দলটি নির্বাচনী প্রতীক তালা চাবিকে লক্ষ্য হিসেবে নিয়ে তিনি বলেন এআইইউডিএফ এর হাতে তালা রয়েছে কিন্তু চাবি নি। দলটির চাবি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর হাতে রয়েছে বলে তির্যক মন্তব্য করেছেন তিনি। বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন এআইইউডিএফ সঙ্গে না থাকার সময়ে কংগ্রেস জয়ী হয়েছিল। অর্থাৎ এখানে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে বদরুদ্দিন আজমল থাকলে মেরু বিভাজন হয়ে থাকে। একই সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি হয়। ফলে দলটির তালার মূল্য নেই কারণ চাবি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন কর্নাটকের নির্বাচনের ফলাফলের মাধ্যমে কংগ্রেসের উত্থান প্রমাণিত হবে। তাছাড়া এই নির্বাচনে বিজেপির পতনের সূচনা করবে। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে রাজনীতি করা উচিত। সিনেমা নিয়ে রাজনীতি করে কোন লাভ নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

সম্পাদকীয়

মশার রাজ্যে স্বাগতম!

পশ্চিমবঙ্গে ডেঙ্গুর প্রকোপ উত্তরোত্তর বাড়ছে। কিন্তু তাতে রাজনীতির কী বা আসে যায়! এই কূলে মশা আর ওই কূলে কামান, মাঝখানে ডেঙ্গু বয়ে চলে যায়। 'এগিয়ে বাংলা'র বদলে এই যদি হতো পশ্চিমবঙ্গের ব্র্যান্ড ট্যাগলাইন, মন্দ হতো না। শীত নেই গ্রীষ্ম নেই টানা ভ্যানের পিছনে শ্যালো পাম্পের মতো দেখতে কামান বসিয়ে পুরসভার ভ্যান সেই যে প্রাগৈতিহাসিক কালে কলকেত্তার রাস্তা ধরে চলতে শুরু করেছিল, অনন্ত যাত্রা চলছে তো চলছেই। আর সেই যাত্রাপথে গজনির সুলতানের মতো এডিস ইজিপ্টাই একেকবার হানা দেয়, আর রাজ্যজুড়ে ডেঙ্গুর ঝড় ওঠে। হাসপাতাল বেড শূন্য হয়, ঘরে ঘরে ত্রাস, প্রশাসনের টিকিতে আগুন। কিন্তু কাজের কাজ হয় না। ভারত অন্তরিক্ষ যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলেও ডেঙ্গুর মশাকে হারানোর অস্ত্র এখনো খুঁজে বার করতে পারেনি। বস্তুত, সেই অর্থে ডেঙ্গুর প্রতিষেধক গোটা বিশ্বেই এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। এ কেবল পশ্চিমবঙ্গের একার গাফিলতি নয়। কিন্তু ডেঙ্গু কমানোর বা প্রতিরোধের কিছু সুচিন্তিত পরিকল্পনা বিশ্বের বহু দেশ এবং ভারতের বেশ কিছু রাজ্য নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রতিবছরই বলে

নেবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিক নিয়ে উঠতে পারে না। আর সে কারণেই ২০২২ সালের তথ্য বলছে, দেশের মধ্যে ডেঙ্গু ম্যালেরিয়ায় শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ। এক বছরে এরাজ্যে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৭ হাজার ২৭১জন। আর ম্যালেরিয়ায় ৪০ হাজার ৫৬৩জন। অর্থাৎ, সব মিলিয়ে সংখ্যাটি এক লাখেরও বেশি। দ্বিতীয় স্থানে উত্তরপ্রদেশ। সেখানে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা ১৯ হাজার। মুশকিল হলো, এই সংখ্যারও আসলে কোনো ভিত্তি নেই। প্রতিটি রাজ্যই সংখ্যায় কারচুপি করে। সংখ্যাতত্ত্ব বরাবরই কারচুপির বিষয়। কেন্দ্র বরাবর অভিযোগ করে, পশ্চিমবঙ্গ ডেঙ্গুর ঠিক তথ্য এবং পরিসংখ্যান কেন্দ্রকে দেয় না। পশ্চিমবঙ্গের অভিযোগ, কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গকে বেশি হাইলাইট করে। উত্তরপ্রদেশও যে ঠিক পরিসংখ্যান দেয়, এমন ভাবার কারণ নেই। ফলে ধরেই নেওয়া যায়, যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, আসল সংখ্যা তার চেয়ে অনেকটাই বেশি। কিছু বছর আগে রাজধানী দিল্লিও ডেঙ্গুর উৎপাতে নাজেহাল ছিল। কিন্তু দিল্লির প্রশাসন গত কয়েকবছরে বিষয়টি অনেকটাই আয়ত্তের মধ্যে আনতে পেরেছে। অকারণ কামান না দেগে দিল্লি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিয়েছে। শীত নেই গ্রীষ্ম নেই দিল্লি পুরসভার কর্মীরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে জল জমে আছে কি না, পরীক্ষা করেন। গাছের টবে জল জমলেও তারা তা পরিষ্কার করাতে বাধ্য করেন। নিয়মিত ট্যাংকের পরীক্ষা হয়। আবর্জনার স্তূপে ভাঙা বালতি, হাঁড়ি, গামলায় জল জমছে কি না, নজর রাখা হয়। শুধু এইটুকু নজরদারিতেই অনেকটা লাভ হয়েছে দিল্লির। ডেঙ্গুর পরিমাণ চোখে পড়ার মতো কমেছে। পশ্চিমবঙ্গ দিল্লি নয়। আয়তনে, জলবায়ুগতভাবে পশ্চিমবঙ্গ অনেক আলাদা। একেকটি জেলার এক এক রকম আবহাওয়া, পরিকাঠামো। কিন্তু দিল্লির প্রশাসন যে কাজটি করেছে, পশ্চিমবঙ্গ কি তা করতে পারে না? অবশ্যই পারে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে জল জমছে কি না, তা দেখা মোটেই খুব কঠিন এবং পরিশ্রমের কাজ নয়। আবর্জনার স্তূপ পরিষ্কার রাখা প্রশাসনের ন্যূনতম দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কিন্তু কে করবে সে কাজ? পশ্চিমবঙ্গে আসলে সাত দিন ২৪ ঘণ্টা কেবল রাজনীতি চলে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রবিঠাকুরের জন্মদিন, অসুখবিসুখ মহামারি থেকে ফুটবল অথবা আইপিএল সবকিছুই পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির বিষয়। ফলে ডেঙ্গুতেও কেন্দ্র রাজ্য সংঘাত। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী রাজনৈতিক জনসভায় বলে ওঠেন ডেঙ্গুর মশা বাংলাদেশ থেকে আসছে। কথার ভাব এমন, যেন বাংলাদেশ তিস্তার বদলা নিতে ভিসা পাসপোর্ট দিয়ে মশাকে সীমান্ত পার করাচ্ছে। কথায় বলে নেপোয় মারে দই। পশ্চিমবঙ্গের এই প্রবল রাজনৈতিক বাকবিতণ্ডার সুযোগে বছর বছর ডেঙ্গু সেই কাজটিই করে যাচ্ছে। শকবর্গিহুনদের মতো ডেঙ্গুর মশাও বছর বছর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের অসহায় মানুষের সেই আক্রমণ দেখা ছাড়া আর কোনো গতি নেই। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি একটাই বিষয় বোঝে সংখ্যা। তা সে মৃত্যুর সংখ্যা হোক অথবা জীবনের।

দাড়িভিটের ছাত্র মৃত্যুর তদন্ত এনআইএর হাতে

দাড়িভিটে দুই তরুণের মৃত্যুতে এনআইএ তদন্তের নির্দেশ আদালতের। ২০১৮'র এই ঘটনায় সিআইডি তদন্তে খুশি নয় হাইকোর্ট।

উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিট হাই স্কুলের ঘটনায় রাজ্য জুড়ে প্রবল হইচই হয়েছিল। পাঁচ বছর আগে ২০ সেপ্টেম্বর স্কুলের শিক্ষক নিযোগেকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। স্কুল চত্বরেই হিংসা ছড়িয়ে পড়ে। গন্ডগোলের মধ্যে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান স্কুলের দুই সাবেক ছাত্র তাপস বর্মণ ও রাজেশ সরকার।

পায়েল সামন্ত
প্রাবন্ধিক

অভিযোগ, পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় এই দুই তরুণের। ঘটনাস্থলে বিস্ফোরণও হয়েছিল বলে শোনা যায়। এই মামলায় সিবিআই তদন্তের দাবি তুলেছিল নিহতদের পরিবার। এমনকী দু'টি মৃতদেহ সৎকার না করে নদীর চরে কবর দিয়ে রাখা হয়। এতদিন রাজ্য পুলিশের সিআইডির হাতে তদন্তভার ছিল। তাদের তদন্তে খুশি হয়নি কলকাতা হাইকোর্ট।

দাড়িভিটের ঘটনায় শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু পাঁচ বছর কেটে গেলেও এই আগ্নেয়াস্ত্র চিহ্নিত করতে পারেনি সিআইডি। গুলি চালানোর অভিযোগও পুলিশ অস্বীকার করে। তদন্তের এই গতিপ্রকৃতি দেখে আদালত সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে, এমনটা অনুমান করা হচ্ছিল। যদিও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা এনআইএ-কে দিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

আদালতে নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছে নিহতদের পরিবার। তাপসের মা মঞ্জু বর্মণ বলেন, আমি জানতাম বিচার একদিন পাবই। এবার দোষীরা সাজা পাবে। রাজেশের বাবা নীলকমল সরকারের বক্তব্য, রাজ্য পুলিশে আস্থা ছিল না বলেই সিবিআই চেয়েছিলাম। এনআইএ অপরাধীদের ধরবেই।

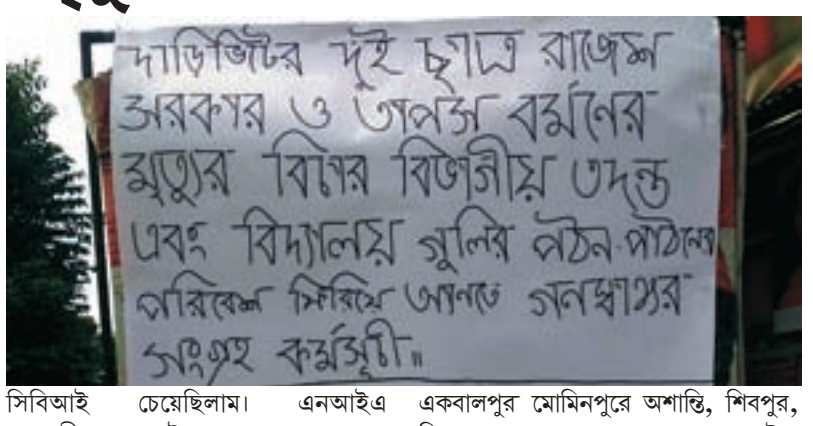

এনআইএ তদন্ত নিয়ে বিজেপি ও তৃণমূলের তরজা শুরু হয়েছে। তাপস ও রাজেশকে আগেই ভাষা শহিদের মর্যাদা দিয়েছে বিজেপি। তাদের দাবি, স্কুলে উর্দু পড়ানোর প্রতিবাদ করছিলেন এই দুই তরুণ। বুধবার আদালতের নির্দেশের পর বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর টুইট বার্তা, সত্য সামনে আসবে। বাংলা ভাষা শহিদ রাজেশ ও তাপস বিচার পাবেন।

আদালতের নির্দেশ নিয়ে মন্তব্য করেনি তৃণমূল কংগ্রেস দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, দাড়িভিটের অশান্তি ছিল পরিকল্পিত। সিবিআই বা এনআইএ তদন্ত নিয়ে বিজেপি যে প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে, তাতে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হচ্ছে। শিবপুর, রিষড়া, শ্রীরামপুর, ডালখোলার অশান্তির ঘটনায় বৃহস্পতিবার ছটি মামলা রুজু করেছে এনআইএ।

সিআইডির কাছ থেকে তদন্তভার হস্তান্তরিত হওয়ায় রাজ্য পুলিশের ব্যর্থতা সামনে এসেছে বলে মত বিরোধীদের। এ বিষয়ে রাজ্যের সাবেক পুলিশকর্তা নজরুল ইসলাম ডয়চে ভেলেকে বলেন, পুলিশ ব্যর্থ বা অপদার্থ নয়। পুলিশ তদন্ত করে দোষীদের ধরতে পারে না, সেটাও নয়। আসলে পুলিশ শাসক দলের নেতাদের কথায় কাজ করে, পক্ষপাতিত্ব করে। তাই তারা ঠিকঠাক তদন্ত করতে পারে না।

সম্প্রতি রাজ্যের একাধিক ঘটনার তদন্তভার পেয়েছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। একবালপুর মোমিনপুরে অশান্তি, শিবপুর, রিষড়া, ডালখোলায় গন্ডগোলের ঘটনা তদন্ত করছে তারা। পুলিশের হাতে থেকে দাড়িভিটের তদন্ত এনআইএর হাতে গেলেও সংশয়ে মানবাধিকার কর্মীরা। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি বা এপিডিআর-এর রাজ্য সম্পাদক রঞ্জিত শূর ডয়চে ভেলেকে বলেন, এনআইএ তদন্ত অনেক ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে চালিত হতে দেখা যায়। তাই পরিবার যখন সিবিআই চেয়েছিল, তাদের দায়িত্ব দিলেই ভাল হত।

দাড়িভিটের ঘটনার তদন্ত করছিল মানবাধিকার কমিশনও। তাদের ভূমিকাও সমালোচিত হয়েছে আদালতে। এই সমালোচনাকে সঙ্গত বলে মনে করছেন রঞ্জিত। তার বক্তব্য, রাজ্য বা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নিজেরা তদন্ত করে না। পুলিশের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠায়। পুলিশ অভিযুক্ত হলে অন্য পুলিশকে রিপোর্ট পাঠানোর দায়িত্ব দেয়। দাড়িভিটের ক্ষেত্রে কমিশন তাদের ন্যূনতম দায়িত্ব পালন করেনি।

শুধু মানবাধিকার কমিশন নয়, অন্যান্য সংস্থাও রাজ্যে সক্রিয় নয় বলেই মত ড. ইসলামের। তিনি বলেন, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন, ভিজিল্যান্স কমিশন, পুলিশের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ, এ সব কিছুকেই অকেজো করে রেখেছে রাজ্য সরকার। যেহেতু শাসকদলের নেতামন্ত্রীরা দুর্নীতিতে যুক্ত। তাহলে কী করে এ সব সংস্থা কাজ করবে?

একই ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্বে দক্ষিণ কোরিয়া জার্মানি

রোডিওন এবিগহাউজেন

দুই দেশেরই বেশ ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে চীনের সঙ্গে। দুই দেশই নিজেদের নিরাপত্তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। বেইজিং ও ওয়াশিংটনের মধ্যে উত্তেজনা এই দুই দেশের জন্যই চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে।

দুই দেশের মধ্যে ভৌগলিক দূরত্ব আট হাজার কিলোমিটারের বেশি হলেও দুই দেশের রয়েছে অভিন্ন মূল্যবোধ। পাশাপাশি দুই দেশেরই রয়েছে ভাঙনের অভিজ্ঞতা।

১৯৪৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী শক্তি জার্মানিকে পূর্ব পশ্চিমে বিভক্ত করে। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৩ সালের কোরিয়ান যুদ্ধের ফলে কোরীয় উপদ্বীপও উত্তর এবং দক্ষিণে বিভক্ত হয়।

পরবর্তী দশকগুলোতে পশ্চিম জার্মানি এবং দক্ষিণ কোরিয়া অর্থনীতির দ্রুত সম্প্রসারণ এবং গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়ার দিকে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে স্থিতাবস্থাও দেশ দুটির দ্রুত উন্নতিতে ভূমিকা রাখে।

১৯৮৯ সালে গণতান্ত্রিক পশ্চিম এবং কমিউনিস্ট পূর্বের মধ্যে বিভাজনের প্রতীক বার্লিন প্রাচীরের পতন হয়, ১৯৯০ সালের ৩ অক্টোবর জার্মানির পুনর্মিলনের পথ প্রশস্ত করে।

কোরীয় উপদ্বীপ অবশ্য এখনও বিভক্তই রয়ে গেছে।

১৪০ বছরের বন্ধুত্বের উদযাপন

বার্লিন এবং সৌল এই বছর কূটনৈতিক সম্পর্কের ১৪০ বছর উদযাপন করছে। পাশাপাশি জার্মানিতে হাজার হাজার কোরিয়ান খনি শ্রমিক এবং নার্সদের অস্থায়ী কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা একটি নিযোগে চুক্তির ৬০তম বার্ষিকীও হচ্ছে ২০২৩ সালে।

জার্মানিতে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত কিম হং কিউন ডয়চে ভেলেকে বলেছেন, এই অভিন্ন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোরিয়া এবং জার্মানি রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং জনগণের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ক্ষেত্রে পরস্পরকে আরও সহযোগিতা করবে।

জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের এক মুখপাত্র ডয়চে ভেলেকে বলেন, জার্মানি দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে তার সম্পর্ক এবং দুই দেশের অভিন্ন ইতিহাসকে ব্যাপক গুরুত্ব দেয়। তিনি বলেন, দক্ষিণ কোরিয়া জার্মানির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমমনা কণ্ঠস্বর।

চীনের ওপর নির্ভরশীলতা নিয়ে উদ্বেগ

দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে বাণিজ্য এবং বিনিযোগে প্রাধান্য পেলেও দিনদিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিবেচনাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। দুই পক্ষই জরুরি অবকাঠামো, সরবরাহে বৈচিত্র্য আনা, সাইবার নিরাপত্তা এবং জ্বালানি নিরাপত্তাসহ অন্যান্য বিষয়ের উপর তাদের মনোযোগ বেড়ে চলেছে।

মার্চে জার্মানির অভ্যন্তরীণ ফেডারেল গোয়েন্দা সংস্থা এবং দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা প্রথমবারের মতো উত্তর কোরিয়ার হ্যাকার ইউনিট কিমসুকি এর আক্রমণ নিয়ে সতর্কতা জারি করে একটি যৌথ প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলোর গুরুত্ব বাড়ার পেছনে আরেকটি কারণ হচ্ছে চীনের ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং এর আরও আগ্রাসী বৈদেশিক নীতি।

বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুসারে চীনের বাজারে জার্মানি নিজের উৎপাদনের প্রায় ৮ শতাংশ রপ্তানি করে। দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষেত্রে এই হার আরো বড়। দেশটির পুরো রপ্তানি পণ্যের এক চতুর্থাংশই চীনের বাজারে যায়।

চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনার প্রভাব

বড় বাণিজ্য অংশীদারদের একটি হিসাবে দক্ষিণ কোরিয়া এবং জার্মানির ওপর চীনের বড় ধরনের অর্থনৈতিক প্রভাব রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, ২০১৭ সালে সৌল উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হুমকি মোকাবেলায় অ্যামেরিকার তৈরি থাড ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েন করতে সম্মত হয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়া। কিন্তু এই পদক্ষেপটির কারণে চীন ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানায়। দেশটির উদ্বেগ ছিল যে থার্ড সিস্টেমের শক্তিশালী রাডার চীনের সামরিক কার্যকলাপের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করতে কাজে ব্যবহার করা হতে পারে।

এর প্রতিক্রিয়ায় চীন যে পালটা ব্যবস্থা নেয় তাতে দক্ষিণ কোরিয়ার বেশ কয়েকটি সংস্থার জন্য দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি বয়ে আনে। বিশেষ করে কয়েক দশকের চেষ্টায় চীনের বাজারে কৌশলগত অবস্থান তৈরি করা লোটে গ্রুপের অবস্থান মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যায়।

এই ঘটনার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নিরাপত্তা নির্ভরতা এবং করে চীনের ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরতা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে দক্ষিণ কোরিয়া এবং জার্মানি।

সাময়িকী

জার্মানিতে শরণার্থী সংকট সামলাতে নতুন উদ্যোগ

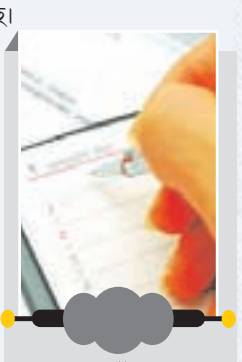

শরণার্থীদের সংখ্যা বেড়ে চলায় জার্মানির পৌর স্তরের প্রশাসন হিমসিম খাচ্ছে। বুধবার চ্যান্সেলর ও মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকে চূড়ান্ত সমাধানসূত্র সম্ভব না হলেও ফেডারেল সরকার বাড়তি অনুদান দিতে রাজি হয়েছে।

রূপা দে
কলামিস্ট

শরণার্থীদের ঢল সত্ত্বেও ইউরোপীয় ইউনিয়ন এখনো সম্মিলিতভাবে সেই সংকট সামলাতে ব্যর্থ হচ্ছে। পারস্পরিক সংহতির ভিত্তিতে আগত শরণার্থীদের বণ্টনের ক্ষেত্রেও কোনো ঐকমত্য অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সেই সংকট আরও বড় আকার ধারণ করেছে। ফলে জার্মানির মতো দেশ শরণার্থীদের ঢল সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে। বিষয়টি সে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। জার্মানির ফেডারেল সরকারের শরণার্থী সংক্রান্ত নীতি ও সিদ্ধান্তের প্রভাব আর মানতে চাইছে না রাজ্য সরকারগুলি। বুধবার জার্মান চ্যান্সেলর ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের এক বৈঠকে দলমতনির্বিশেষে ফেডারেল ও রাজ্য সরকারের মধ্যে চরম মতপার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেল। এমনকি জার্মানির জোট সরকারের প্রধান শরিক দল এসপিডির মুখ্যমন্ত্রীরাও চ্যান্সেলর শলৎসের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে বচসা করেছেন। তবে শেষ পর্যন্ত আপোশ মীমাংসার প্রশ্নে ঐকমত্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

জার্মানির রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা শরণার্থী গ্রহণ, তাদের আশ্রয়, সমাজের মূল স্রোতে তাদের সম্পৃক্ত করার উদ্যোগের বিপুল ব্যয় নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে পৌর স্তরে সেই দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে অনেক শহর, জেলা ও গ্রাম কর্তৃপক্ষ নাজেহাল হচ্ছে বলে তাঁরা অভিযোগ করেন। তাঁরা সাফ জানিয়ে দেন, ফেডারেল সরকারের বাড়তি আর্থিক সহায়তা ছাড়া সেই গুরুদায়িত্ব সামলানো আর সম্ভব নয়। অথচ চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎসের সরকার রাজ্য ও পৌর কর্তৃরক্ষের সেই দাবি গ্রাহ্য করছিল না। বুধবারের দীর্ঘ বৈঠকের পর নতি স্বীকার করে ফেডারেল সরকার চলতি বছর ১৬টি রাজ্যের জন্য বাড়তি ১০০ কোটি ইউরো মঞ্জুর করেছে। সেইসঙ্গে ফেডারেল ও রাজ্য সরকারগুলি শরণার্থী সংক্রান্ত নীতির কাঠামোর সংস্কারের লক্ষ্যে ধাপে ধাপে আরও কিছু পদক্ষেপ কার্যকর করার প্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জার্মানিতে শরণার্থীর ঢলের ক্ষেত্রে কোনো ধারাবাহিকতা না থাকায় বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কখনো বেশি শরণার্থীর জন্য প্রস্তুতি নিলে বাস্তবে তাদের সংখ্যা কম থাকছে। যেমন চলতি বছর জানুয়ারি মাসে ফেডারেল কর্তৃপক্ষ প্রায় এক লাখ দুই হাজার শরণার্থীর আশ্রয়ের আবেদন গ্রহণ করেছে, যা গত বছর একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৭৮ শতাংশ বেশি। আবার প্রস্তুতির মাত্রা কমালে আচমকা বিপুল চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা তাই এক 'ডায়নামিক' বা গতিশীল নীতির দাবি করছেন। এককালীন অনুদানের বদলে শরণার্থীদের জন্য মাথাপিছু ব্যয় স্থির করে বাস্তব সংখ্যা অনুযায়ী ফেডারেল সরকারের আর্থিক সহায়তা চাইছেন মুখ্যমন্ত্রীরা।

আপাতত সেই দাবির ভিত্তে কোনো বোঝাপড়া না হলেও ভবিষ্যতে এমন ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে কিছু প্রক্রিয়াগত পরিবর্তনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। প্রথমত সব রাজ্যকে এক ডিজিটাল কাঠামো গড়ে তুলতে হবে, যার মাধ্যমে আগত শরণার্থী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আদানপ্রদান করা সম্ভব হবে। তাছাড়া ফেডারেল পুলিশ বাহিনীর হাতে কিছু বাড়তি ক্ষমতা তুলে দিয়ে বিচার ও অভিবাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যে তথ্য বিনিময় আরও সহজ করা হবে। তারপর আগামী নভেম্বর মাসে চূড়ান্ত সমাধানসূত্র অর্জনের চেষ্টা চালানো হবে। সংসদে বিরোধী পক্ষের মতে, এত বিলম্বের কারণে ২০২৪ সালে নতুন কাঠামো কার্যকর করা যথেষ্ট কঠিন হবে। পৌর স্তরের প্রশাসনগুলিকেও ততদিন বাড়তি চাপ সামলাতে হবে।

জানা অজানা

মিশরের চেষ্টা ব্যর্থ, ইসরায়েল ফিলিস্তিন সংঘাত চলছে

মিশর চেষ্টা করেছিল, দুই পক্ষই যেন সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয়। অস্ত্রব্যবহার না করে। কিন্তু সেই প্রয়াসে কাজ হয়নি।

বৃহস্পতিবার ফিলিস্তিনি সংগঠন ইসলামিজ জিহাদ ইসরায়েল লক্ষ্য করে প্রচুর রকেট ছুড়েছে। তাতে একজন ইসরায়েলির মৃত্যু হয়েছে। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বুধবার ইসরায়েল যে বিমান হামলা করেছিল, তাতে তিনজন নারী, ছয়টি শিশু, ইসলামিক জিহাদের রকেট বাহিনীর প্রধান ও তার সহকারী সহ ৩০ জন মারা গেছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ৯০ জন। গত তিন দিন ধরে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ চলছে। মিশর মধ্যস্থতা করে এই সংঘর্ষে ইতি টানার চেষ্টা করেছিল। দুই পক্ষ যাতে সংঘর্ষ ও অস্ত্রবিরতিতে রাজি হয়, তার চেষ্টা করেছিল। অতীতে তারা সফল হলেও এবার মিশর জানিয়েছে, তাদের চেষ্টা সফল হয়নি। গাজায় ইসরায়েলি বিমান হামলার পরের ছবি।

সেদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, ''আমরা অস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করে রাজনৈতিক আলোচনার মধ্যে দিয়ে শান্তি ফেরানোর চেষ্টা করেছিলাম। এখনো পর্যন্ত তাতে সফল হইনি।'' ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু একটি বিমানক্ষেত্র পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সেখানে তার রেকর্ড করা ভাষণ প্রচার করা হয়েছে। নেতানিয়াহু বলেছেন, ''ইসরায়েল প্রতিরক্ষা ও আক্রমণ দুটোই করছে। কেউ যদি আমাদের ক্ষতি করে, তাহলে আমরা তাদের রক্ত নেব।'' ইসলামিক জিহাদ জানিয়েছে, শান্তির ক্ষেত্রে প্রধান শর্ত হলো, ইসরায়েলকে তাদের নেতাদের হত্যা করা বন্ধ করতে হবে। ইসরায়েল মনে করছে, ইসলামিক জিহাদের কম্যান্ডাররা যদি মারা যায় এবং তাদের রকেটের ভাণ্ডার কমে যায়, তাহলে আর তারা আক্রমণ করতে পারবে না।

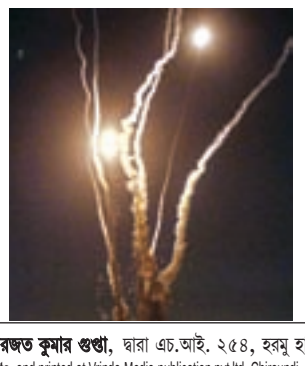

পাঠকের চিঠি

জাগছে বাঙালী

আমাদের মাতাজী আশ্রমের একজন বোন বীথিকা মণ্ডল মাটিগাড়া (রাখা) উৎক্রমিত মধ্য বিদ্যালয়ে স্কুলের ছেলে মেয়েদের কে বাংলা ভাষা শিখাচ্ছে।তার এই প্রয়াস কে সাধুবাদ জানাই।ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়।তাকে অভিনন্দন ও আশীর্বাদ জানাই।এই ভাবেই ঘরে ঘরে শুরু হউক বাংলা ভাষা বাঁচানোর অভিযান।ইতি পূর্বেই মাতাজী আশ্রমে বাংলা ভাষা শেখানোর ক্লাশ চলছে প্রতি রবিবারে সকাল ৯ থেকে ১১ টা পর্য্যন্ত।৯ মে কালিকাপুরে বাংলা ভাষা শেখানোর ক্লাশ শুরু করা হলো।ট্যাংরাইন উৎক্রমিত মধ্য বিদ্যালয়েও বাংলা ক্লাশ শুরু করা হয়েছে।ঘাটশিলাতে গৌরি কুঞ্জে অপুর পাঠশালা চলছে যেখানে বাংলা শেখানো হচ্ছে। খয়েরপাল,এদল, ছোট গোবিন্দপুর,পটমদা তে ও বাংলা শেখানোর কাজ শীঘ্রই শুরু করা হবে।বঙ্গ উৎসবের নামে শুধু নাচ গান নয়,বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি কে বাঁচানোর কাজ শুরু হউক দিকে দিকে।মাথা ঠুকে ও বুক চাপড়িয়ে কাজ নেই।শুরু করুন সবাই নিজেদের ঘর থেকে আঃদোলন।বঙ্গভাষিরা সবাই বাংলাতে কথা বলুন ও বাংলা ভাষা শিখুন ও শিখান।

সুনীল কুমার দে,জামশেদপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

হাইকোর্টে দুই সপ্তাহের জামিন পেলেন ইমরান

ইসলামাবাদ ঃ ইসলামাবাদ হাইকোর্টে দুই সপ্তাহের জামিন পেলেন ইমরান খান। আল কাদির দুর্নীতি মামলায় এই জামিন পেলেন তিনি।

বৃহস্পতিবারই সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, ইমরান খানকে বেআইনিভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে ইসলামাবাদ হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করার অনুমতিও দেয় সর্বোচ্চ আদালত।

সেইমতো শুক্রবার ইমরান ইসলামাবাদ হাইকোর্টে আবেদন করেন। ইসলামাবাদ হাইকোর্ট তদন্তকারী সংস্থাকে প্রশ্ন করে, ইমরান ৪৮ ঘণ্টা আপনাদের হেফাজতে ছিলেন। আপনারা কি তাকে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন? কোনো নথি উদ্ধার করা হয়েছে তার কাছ থেকে?

তদন্তকারী সংস্থা জানায়, তারা সেরকম কিছু করেনি। এরপর আদালত ইমরানকে দুই সপ্তাহের জন্য জামিনের নির্দেশ দেয়।

ইমরানকে হাইকোর্টে আনার কথা ছিল বেলা এগারোটার সময়। কিন্তু তাকে কিছুটা পরে হাইকোর্টে নিয়ে আসা হয়। তারও কিছুক্ষণ পর হাইকোর্টে শুনানি শুরু হয়। জিও টিভি জানাচ্ছে, সেসময় আদালতে ইমরানের পক্ষে স্লোগান ওঠে। তারপর বিচারপতিরা উঠে চলে যান। জুম্মার নামাজের পরই শুনানি শুরু হয়।

জিও টিভির প্রশ্নের জবাবে ইমরান বলেন, তার আশঙ্কা, আজ আবার তাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। পাকিস্তানের পাঞ্জাবে ইমরানের বিরুদ্ধে একটি মামলা চলছে। সেই মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে বলে ইমরানের আশঙ্কা।

শুক্রবার স্থানীয় সময় সাড়ে এগারোটা নাগাদ ইমরানকে হাইকোর্টে নিয়ে আসা হয়। প্রথমে রেঞ্জার্স তাকে হাইকোর্টে নিয়ে আসে। তারপর পুলিশ ইমরানকে নিয়ে ভিতরে ঢোকে।

এর আগে ইমরান যখন হাইকোর্টে এসেছেন, তখন হুইল চেয়ার ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এদিন তিনি হেঁটেই আদালতে ঢোকেন। টিভি ক্যামেরার দিকে 'ভি' বা 'ভিক্টরি' চিহ্ন দেখান। প্রথমে তাঁকে দুই নম্বর আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেই আদালতকক্ষ ছোট বলে তাঁকে তিন নম্বর কোর্টরুমে নিয়ে যাওয়ার কথা হয়। পরে দুই নম্বর কোর্টরুমেই শুনানি শুরু হয়।

আদালতে এদিন প্রচণ্ড ভিড় ছিল। এখানে দুই স্তরের নিরাপত্তা ছিল। প্রথমে পুলিশ ও পরে রেঞ্জার্স পুরো আদালতকক্ষ ঘিরে ছিল। তারা কাউকে আদালতকক্ষে ঢুকতে দিচ্ছিল না। এমনকী সরকারি আইনজীবীকেও আটকে দেয়া হয়।

সুপ্রিম কোর্ট ইমরানের গ্রেপ্তারিকে বেআইনি বলার পর রাতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভি পুলিশ লাইন্সের গেস্ট হাউসে যান। এখানেই ইমরানকে রাখা হয়েছিল। তিনি ইমরানের সঙ্গে দুই ঘন্টা ধরে কথা বলেন। পরে গিরগিট বালোচিস্তানের মুখ্যমন্ত্রীকেও আলোচনায় ডেকে নেন ইমরান।

ইমরান গ্রেপ্তার হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট আলভি কড়াভাষায় প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন, যেভাবে ইমরানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা দেখে তিনি রীতিমতো ক্ষুব্ধ।

এই মামলায় অভিযুক্ত হলেন ইমরান খান, তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবি এবং তার দলের কিছু নেতা। অভিযোগ হলো, ইমরান যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন পিটিআই সরকার একজন ব্যবসায়ীকে সুবিধা করে দিয়েছিল। এর ফলে সরকারের ক্ষতি হয়েছিল দেড় হাজার কোটি টাকার বেশি।

এছাড়াও অভিযোগ হলো, আল কাদির বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির জন্য ট্রাস্টকে খুব কম পয়সায় জমি দেয়া হয়েছে।

রোববার দুপুরে মোকা আঘাত হানতে পারে

ঢাকা ঃ বঙ্গোপসাগরের মধ্য ও দক্ষিণপূর্বে সৃষ্ট অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'মোকা' ১৩ কিলোমিটার গতিতে উত্তর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মনোয়ার হোসেন শুক্রবার দ্য ডেইলি স্টারকে এ তথ্য জানান। এদিকে, ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগের ১০ নম্বর বুলেটিনে বলা হয়ছে, রোববার দুপুর ১২টার দিকে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়টি খুব সম্ভবত কক্সবাজার ও মিয়ানমারের সিত্তের কাছে কিয়াকপিউ শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে যেতে পারে। সেসময় বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ থাকতে পারে ১৫০-১৬০ কিলোমিটার। বঙ্গোপসাগরের মধ্য ও দক্ষিণপূর্ব অংশ এবং আন্দামান সাগর বেশ উত্তাল রয়েছে। 'মোকা' ভূমিতে আঘাত হানার সময় বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্ব ও মিয়ানমারের উত্তর উপকূলে স্বাভাবিক জোয়ারের তুলনায় দুই থেকে দুই দশমিক পাঁচ মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাস হতে পারে। কক্সবাজার ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস দ্য ডেইলি স্টারকে জানিয়েছে মোকার প্রভাবে উচ্চ জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকিতে রয়েছে সেন্টমার্টিনসহ কক্সবাজার উপকূলীয় অঞ্চল। সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে সেন্টমার্টিন দ্বীপ। ঝুঁকি ও ক্ষতি নিরসনে সেন্টমার্টিনসহ উপকূলীয় অঞ্চলে সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। উপকূল অতিক্রমের সময়ও শক্তি কমবে না অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় মোকার। যার ফলে পূর্ণ শক্তি নিয়েই এটি বাংলাদেশের কক্সবাজার ও মিয়ানমারের উপকূলীয় অঞ্চল অতিক্রম করবে বলে জানান বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. ওমর ফারুক। তিনি আরও জানান, ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র সেন্টমার্টিনের কাছাকাছি দিয়ে অতিক্রম করবে, তাই দ্বীপটির ওপর এর প্রভাব বেশি পড়বে। কানাডার সাসকাচোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া ও জলবায়ু বিষয়ক গবেষক মোস্তফা কামাল পলাশ দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, ''সেন্টমার্টিন দ্বীপ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। দ্বীপটি অতিক্রমের সময় ঝড়ো হাওয়ার গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় ১৬০ থেকে ১৮০ কিলোমিটারের বেশি থাকতে পারে। ফলে সেন্টমার্টিনে ১৫ থেকে ২০ ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস হতে পারে। সেন্টমার্টিন দ্বীপ অতিক্রম করতে মোখার প্রায় ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা সময় লাগবে। এই সময় সেখানে উচ্চ জলোচ্ছ্বাস থাকবে। সেজন্য সেখানকার মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়াটাই সবচেয়ে ভালো উদ্যোগ হবে।'' সব রকমের প্রস্তুতি শুরু করেছে কক্সবাজার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যালয়। ইতোমধ্যে সেন্টমার্টিনে ৫ টন চাল, ১ লাখ টাকা ও ২০০ প্যাকেট শুকনো খাবার পাঠানো হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

টুইটারের নতুন সিইও নিয়োগ ঃ ইলন মাস্ক

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ ছয় মাসের মধ্যে নতুন সিইও কাজ শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন মাস্ক।

টুইটারের নতুন সিইও হতে চলেছেন এক নারী। তবে তার নাম এখনো ঘোষণা করা হয়নি। বৃহস্পতিবার একটি টুইট করে সংস্থার মালিক ইলন মাস্ক কেবল জানিয়েছেন, আগামী ছয় মাসের মধ্যে নতুন সিইও কাজে যোগ দেবেন। মাস্ক না বললেও আলোচনায় উঠে এসেছে লিন্ডা ইয়াকারিনোর নাম। সব ঠিক থাকলে তিনিই হবেন পরবর্তী সিইও।বস্তুত, এখন টুইটারের সিইও হিসেবে নিজেই কাজ করেন মাস্ক। কিন্তু গতবছরের শেষের দিকেই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, নতুন কাউকে পেলে তিনি ওই পদ থেকে সরে দাঁড়াবেন। অবশেষে নতুন সিইও'র কথা ঘোষণা করলেন মাস্ক।

মাস্কের এই ঘোষণার পর টুইটারের শেয়ার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। টুইটার ছাড়াও মাস্কের অন্য ব্যবসা আছে। টেসলা গাড়ি এবং মহাকাশযানে বিরাট বিনিয়োগ আছে

তার। টুইটারের সিইও হিসেবে কাজ করার কারণে ওই ব্যবসাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল বলে বিশেষজ্ঞদের একাংশের ধারণা। এবং সে কারণেই মাস্ক সিইও পদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছেন বলে তাদের দাবি।

মাস্ক টুইটার কিনে নেওয়ার পর থেকেই বিতর্ক শুরু হয়। তিনি এসেই পুরনো কর্মীদের একটি বড় অংশকে ছাঁটাই করেন। সাবেক সিইও পরাগ আগরওয়ালকেও সরিয়ে দেন তিনি। যা নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছিল। পুরনো টুইটার ব্যবহারকারীরা অভিযোগ করেন, মাস্ক আসার পরে সমাজমাধ্যমটি হেটস্পিচ এবং ভুয়া খবরে ভরে গেছে। মাস্ক অবশ্য এসব মানতে চাননি। তিনি জানিয়েছেন, টুইটারকে এক ধাপ এগিয়ে দেয়ার পথ তৈরি করছেন তিনি।

মানুষ বাজারে গিয়ে কাঁদছে ঃ শিল্প প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা ঃ শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বৃহস্পতিবার বলেন, নিত্যপণ্যের দামের কারণে বাজারে গিয়ে অনেককে কাঁদতে দেখেছেন তিনি। এর একমাত্র কারণ সিন্ডিকেট বলেও মন্তব্য করেন তিনি। 'কোভিড১৯ পরবর্তী পরিস্থিতিতে এসএমই খাতের উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''আমি অনেককে দেখেছি বাজার করতে গিয়ে কাঁদছেন। কারণ বাজারের যে অবস্থা তার পকেটে সে টাকা নেই। এটার একমাত্র কারণ সিন্ডিকেট।'' প্রতিমন্ত্রী বলেন, ''অর্থনীতি ও বাজার দুই জায়গাতেই সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে। যার কারণে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা ঝরে পড়ছেন এবং পণ্যের মূল্য বেড়ে বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে।'' কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, ''দেশ এগিয়ে চলেছে, বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। কিন্তু তারপরও দেশে আজকে যে অরাজকতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে, ব্যবসার নামে আজ যে লুটপাট হচ্ছে, মানুষের পকেট কাটা হচ্ছে এগুলো সাংবাদিকদের আরও জোরালোভাবে তুলে ধরতে হবে।'' তিনি বলেন, ''আমরা যখন বাজারে যাই তখন দেখি দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, কেন ঊর্ধ্বগতি? আমাদের কিন্তু কোনো কিছুর অভাব নেই। আমরা প্রতিটা ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তারপরও সিন্ডিকেটের কারণে দেশের এই অবস্থা বিরাজ করছে।'' প্রতিমন্ত্রী বলেন, ''অবাক লাগে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে লাখ লাখ বেকার, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ঋণ কিন্তু মওকুফ করা হয় না। যারা ব্যাংক থেকে লাখকোটি টাকা নিয়ে খেলাপি হয়েছে তাদেরটাই বারবার মওকুফ করা হচ্ছে। তারা মওকুফ পেয়ে আবার ঋণ নিচ্ছে। বড় খেলাপিদের এই ঋণগুলো যদি এসএমই ফাউন্ডেশনসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের দেওয়া হতো, তবে তাদের ব্যবসা আরও সমৃদ্ধশালী হতো। কিন্তু সেটা করা হচ্ছে না।'' কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, ''আমি দেখেছি অনেকে ব্রিফকেস নিয়ে ঘুরত, অনেকের কাছে টাকা ছিল না, অন্যের কাছে সিগারেট চেয়ে খেত। আজকে তারা ব্যাংকের মালিক। তারা সরকারি ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে বেসরকারি ব্যাংকের মালিক হয়েছে। যারা সরকারি ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে বেসরকারি ব্যাংকের মালিক হয়েছেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের উচিৎ তাদের নামগুলো প্রকাশ করা।'' প্রতিমন্ত্রী বলেন, ''বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যেভাবে সিন্ডিকেট গড়ে ওঠেছে, এই সিন্ডিকেট যদি আমরা ধরতে না পারি, এই সিন্ডিকেট যদি আমরা ভাঙতে না পারি, দেশের ১৭ কোটি মানুষের যে দুঃখকষ্ট যদি লাঘব না করতে পারি, তবে আমার মনে হয়, আমাদের মতো লোকের মন্ত্রী থাকা উচিত না।'' তিনি বলেন, ''সুগার মিলের যারা আখচাষি ছিলেন, তারাই সুগার মিলের শ্রমিক, যার কারণে মিলগুলোতে লুটপাট হয়েছে। আর লুটপাটের কারণে মিলগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। চিনির মিলগুলো যদি যথারীতি চালাতাম, তবে বাজারে চিনির দাম এতো বাড়ত না।'' ''আমাদের এসএমই খাতের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের যারা মুড়িচানাচুর বিক্রি করে চলত, সেখানেও দেশের বড় বড় কোম্পানিগুলো হাত বাড়িয়েছে। যার কারণে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। আমরা যেন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উত্তোরোত্তর এগিয়ে নিতে পারি, আমাদের সেই লক্ষ্যে কাজ করতে হবে, '' বলেন প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার।

গায়ক ইসির ব্র্যান্ড রাখছে না অ্যাডিডাস

কলকাতা ঃ মার্কিন গায়ক ইসির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিল অ্যাডিডাস। কিন্তু বর্ণবাদী মন্তব্য করায় তা বাতিল করা হয়েছে।

গায়ক ইসির নামে জুতোর ব্র্যান্ড তৈরি করেছিল জার্মান সংস্থা অ্যাডিডাস। কিন্তু গত কয়েকদিনে একাধিকবার অ্যান্টি সেমেটিক এবং বর্ণবাদী মন্তব্য করেছেন ইসি। সে কারণেই তার সঙ্গে চুক্তি বাতিল করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে অ্যাডিডাস। অ্যাডিডাস একইসঙ্গে জানিয়েছে, তাদের কাছে ইসি ব্র্যান্ডের বহু জিনিস রয়ে গেছে। সেগুলি কম দামে বিক্রি করে সেই অর্থ কোনো দাতব্য সংস্থাকে দান করা হবে।

কথা ভাবা হয়েছে। গুলডেনের বক্তব্য, ইসির মন্তব্য যাদের আঘাত করেছে, তেমনই ব্যক্তিদের কাছে যাতে এই অর্থ পৌঁছায়, সেদিকে নজর রাখা হবে। তবে কবে থেকে একাজ শুরু হবে, তা স্পষ্ট করেনি অ্যাডিডাস।

জার্মান গণমাধ্যমের দাবি, অ্যাডিডাস ওই জিনিস বিক্রি করলে তা থেকে লাভ করবেন ইসি। কারণ অ্যাডিডাস তার সঙ্গে এখনো চুক্তিবদ্ধ। ফলে ১৫ শতাংশ কমিশন তিনি পাবেনই।

বিষয়টি নিয়ে অ্যাডিডাসের শেয়ারহোল্ডাররা সংস্থাটিকে চেপে ধরেছে। তাদের বক্তব্য, ইসির আচরণ নিয়ে বরাবরই তাদের আপত্তি ছিল। বরাবরই ইসি চরমপন্থি মন্তব্য করে থাকেন। বিষয়টি নিয়ে অ্যাডিডাসকে সতর্কও করা হয়েছিল। কিন্তু অ্যাডিডাস কখনোই সে কথা কানে তোলেনি। এর আগেও ইসির সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছিল। স্পেন এবং অ্যামেরিকার দুইটি সংস্থআও ইসির সঙ্গে সমস্ত চুক্তি বাতিল করেছে। ইসির বর্ণবাদী মন্তব্যের কারণেই একাজ করা হয়েছে।

এক দশমিক দুই বিলিয়ন ইউরো মূল্যের জিনিস আছে বলে সংস্থাটির দাবি। অ্যাডিডাসের সিইও গুলডেন জানিয়েছেন, একবার ভাবা হয়েছিল সমস্ত জিনিস পুড়িয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু সেটা কোনো সমাধান নয়। সে কারণেই জিনিসগুলি বিক্রি করে টাকা দান করার

'শুরুতে সতর্ক থাকলে ডেঙ্গুর অঘটন এড়ানো সম্ভব'

ঢাকা ঃ শুরু হচ্ছে ডেঙ্গু মৌসুম। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু একজন কীভাবে বুঝবেন যে তার ডেঙ্গু হয়েছে? ডেঙ্গু হলেই কি হাসপাতালে যেতে হবে? কীভাবেই বা নিরাপদে থাকা সম্ভব?

ডেঙ্গু হলে কিভাবে বুঝবেন?

ডেঙ্গু সম্পর্কে আমাদের দেশের মানুষ মোটামুটি জানে। এটা ভাইরাস জ্বর। হাই টেমপারেচারে জ্বর হয়। ১০৩, ১০৪, ১০৫ ডিগ্রি উঠে যায়। এর সঙ্গে সারা শরীর ব্যাথা করবে। মাংসতে ব্যাথা, কব্জিতে ব্যাথা, মাথা ব্যাথা, চোখের পিছনে ব্যাথা করবে। এত ব্যাথা যে, এটার আগে নাম ছিল হাড় ভাঙা জ্বর। এটা তো রোগী বুঝতেই পারবে। এর সঙ্গে মুখে রুচি নেই, বমি হবে। সাধারণত জ্বরের ৪-৫ দিন পর শরীরে লাল লাল র‍্যাশ উঠে এলার্জির মতো। নাও উঠতে পারে। কারও কারও ক্ষেত্রে রক্তের প্লাটিলেট কমে যায়। তখন শরীরে রক্তক্ষরণের ঝুঁকি থাকে। সাধারণত রোগীরা বলেন, দাঁত ব্রাশ করতে গেলে রক্ত, মল ত্যাগের সময় রক্ত, নাকমুখ দিয়ে রক্ত, বমির সঙ্গে রক্ত, এমনকি মেয়েদের অসময়ে ঋতুস্রাব হয়ে যাচ্ছে, আবার সেটা বন্ধ হচ্ছে না, এমন যদি থাকে তখন আমরা ধরে নেই এটা ডেঙ্গুই হয়েছে। তবে সবার সব লক্ষণ নাও থাকতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, কারও র‍্যাশ উঠে, কারও ওঠে না। আবার অনেকে একদুই দিন পরই র‍্যাশ উঠছে। আবার কারও রক্তক্ষরণ আগেই শুরু হচ্ছে। টিপিক্যাল লক্ষণ অনেকের থাকে, অনেকের থাকে না। অনেক সময় জ্বরের ৪-৫ দিন পর রোগীর পেটে, বুকে পানি আসে। পেট ফুলে যায়। সুতারাং বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ হতে পারে।

ডেঙ্গু শনাক্ত হওয়ার পর প্রাথমিকভাবে তার করণীয় কি?

প্রথম কথা হল, অন্য কোন ব্যাথার ওষুধ খাবে না, শুধু প্যারাসিটামল ছাড়া। বাজারে কত রকমের ব্যাথার ওষুধ আছে সেগুলো খাওয়া যাবে না। রোগীকে লিকুইড বাড়িয়ে নিতে হবে। যেমন পানি, শরবত, গ্লুকোজ, ডাব, ওরস্যালাইন যা মনে চায় খেতে পারে। কারণ রোগীর জল শূন্যতা হতে পারে। বডি থেকে পানি বের হয়ে যায়। এজন্য লিকুইড প্রচুর খেতে হবে। যেকোন ফল বা খাওয়া দাওয়াতে নিষেধ নেই।

ডেঙ্গু হলেই কি ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, নাকি বাসায় থেকেও চিকিৎসা নেওয়া সম্ভব?

খুব সিরিয়াস না হলে ঘরে বসেই চিকিৎসা নেওয়া যায়। ৮০ ভাগ রোগীর ক্ষেত্রেই ঘরে চিকিৎসা সম্ভব। ডাক্তারের কাছে সব সময় যেতে হয় না। তবে সন্দেহ হলে ডেঙ্গুর এন্টিজেন টেস্ট করে নিলে ভালো হয়। টেস্টে পজেটিভ এলে ঘরেই পর্যবেক্ষনে থাকবে। তবে যদি রক্তক্ষরণ হয় বা ছোট বাচ্চা, বয়স্ক মানুষ, গর্ভবতী নারী হন, ডায়াবেটিস, হাই ব্লাডপেশার, কিডনী রোগী বা ক্যান্সারের রোগী হয় তাহলে ঘরে রাখা নিরাপদ না। তাহলে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা উচিৎ। কারণ এদের ক্ষেত্রে যে কোন জটিলতা তো হতেই পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিছু হয় না। তবে হতেও তো পারে।

ডেঙ্গু যাতে না হয় তার জন্য কী করণীয় ?

আমরা সবাই জানি, এর শত্রু একটাই। সেটা হল এডিস মশার কামড়ে হয়। নিজেকে মশার কামড় থেকে বাঁচাতে হবে। দিনে কেউ ঘুমালে মশারি টাঙ্গাবে।

রেকর্ড গড়ে বর্ষসেরার পুরস্কার জিতলেন হলান্ড

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) ঃ ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে এ মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এখন পর্যন্ত আর্লিং হলান্ড খেলেছেন ৪৭টি ম্যাচ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটিতে নাম লেখানোর প্রথম মৌসুমেই নিজেকে দলটির গোলমেশিন হিসেবে প্রমাণ করেছেন নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার। ৪৭ ম্যাচে গোল করেছেন ৫১টি। মূল কাজ তাঁর গোল করা। তবে সতীর্থদের দিয়ে গোল করাচ্ছেনও হলান্ড। ৪৭ ম্যাচে তাঁর অ্যাসিস্টের সংখ্যা ৮। একের পর এক গোল করে যাওয়া হলান্ড এরই মধ্যে প্রিমিয়ার লিগে এক মৌসুমে সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ড নিজের করে নিয়েছেন। মৌসুমজুড়ে ভালো পারফরম্যান্সের পুরস্কারও পেতে শুরু করেছেন তিনি।

আজই যেমন একটি সেরার পুরস্কার পেয়েছেন হলান্ড। ফুটবল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের (এফডব্লুএ) বর্ষসেরা ফুটবলার হয়েছেন ম্যান সিটির নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার।

টানা দ্বিতীয় মৌসুমের জন্য বর্ষসেরা নারী ফুটবলার হয়েছেন চেলসির অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় স্যাম কের।২২ বছর বয়সী হলান্ড তাঁর ৫১ গোলের ৩৫টিই করেছেন প্রিমিয়ার লিগে। তাঁর ৮ অ্যাসিস্টের ৭টিও এখানেই। এফডব্লুএর পুরস্কারটি জেতার পথে ভোটের একটি রেকর্ডও গড়েছেন হলান্ড।

পুরস্কার জিততে ৮২ শতাংশ ভোট পেয়েছেন হলান্ড। প্রিমিয়ার লিগ যুগে এত বেশি শতাংশ ভোট পেয়ে পুরস্কারটি এর আগে কেউ জেতেনি।এফডব্লুএ এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'ইংল্যান্ডে অভিষেক মৌসুমটা দুর্দান্ত কাটানো হলান্ড পুরস্কারটি বড় ব্যবধানে এগিয়ে থেকে জিতেছে। আমাদের ৮০০ বা এর মতো সদস্যদের ভোটে কিছু সময়ের জন্য তার সঙ্গে বুকায়ো সাকার তুমুল লড়াই হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বড় ব্যবধানেই জিতেছে সে।'

মোহামেডানের পর এবার পুলিশের শিকার কিংস

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ বসুন্ধরা কিংসের হলোটা কী! ম্যাচই যেখানে তারা হারে কালেভদ্রে। সেখানে কিনা পরপর দুই ম্যাচ হেরে বসেছে! গত মঙ্গলবার ফেডারেশন কাপের সেমিফাইনালে কিংসকে ২-১ গোলে হারিয়ে দিয়েছিল মোহামেডান। সেই জয়ে ১৪ বছর পর একসময়ের মৌসুমসূচক টুর্নামেন্ট ফেডারেশন কাপের ফাইনালে উঠেছে সাদাকালোরা। চলতি মৌসুমে লাল জার্সিধারীদের সেটাই ছিল প্রথম হার। সেই হারের ধাক্কা সামলে নিতে চেয়েছিল তারা পরের ম্যাচেই। কিন্তু সেটা আর হলো কই! আজ ময়মনসিংহে প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচে কিংসকে হারিয়ে দিয়েছে লিগের পয়েন্ট তালিকার ষষ্ঠ দল পুলিশ এএফসি। দেশ সেরা দলের বিপক্ষে পুলিশের জন্য যেটি কিনা স্মরণীয় এক জয়। পুলিশের এই দারুণ জয়ের নায়ক এদওয়ার্দ মোরিও নামের ভেনিজুয়েলার এক ফরোয়ার্ড। জোড়া গোল করে বলতে গেলে একাই তিনি হারিয়ে দিয়েছেন কিংসকে। কিংসের হারের দিনে মুন্সিগঞ্জে ঢাকা আবাহনীকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে চট্টগ্রাম আবাহনী। এই ম্যাচটা জিতলে কিংসের সঙ্গে ১০ পয়েন্টের ব্যবধানটা ৭-এ নামিয়ে আনতে পারত আবাহনী। কিন্তু আবাহনীও এদিন হেরে বসায় পয়েন্টের হিসাবে কিংস-আবাহনীর মধ্যে ব্যবধান থাকল ১০ই। বাকি ৫ ম্যাচে ছয় পয়েন্ট পেলেই কিংস টানা চতুর্থ লিগ শিরোপা ধরে তুলবে। সেদিক থেকে তাদের শিরোপা জয় নিয়ে কোনো সংশয় নেই। তবে কিংস কোচকে এখন জরুরি ভিত্তিতেই খুঁজে বের করতে হবে কেন পরপর দুটি ম্যাচ হার? ঘরোয়া কোনো টুর্নামেন্টে প্রথমবার সেমিফাইনালে বিদায়ের পাশাপাশি পরপর দুটি ম্যাচ হারের অভিজ্ঞতাও কিংসের জন্য এই প্রথম। আজ কিংস প্রথম গোল খায় ম্যাচের ৩২ মিনিটে। মাঝমাঠের একটু সামনে থেকে সতীর্থের বাড়ানো বল ধরে অনেকটা পথ এগিয়ে এগিয়ে যান মোরিও। তারপর বক্সের ভেতর ঢুকে কিংসের দুই খেলোয়াড় ঘোল খাইয়ে জায়গা তৈরি করেন। বাকি কাজটা করেছেন একজন পেশাদার ফুটবলারের মতোই। কোনাকুনি গড়ানো কিংস গোলকিপার আনিসুর রহমানকে পরাস্ত করেন। তবে বিরতির দ্বিতীয় মিনিটেই ১-১। রবসনের বাড়ানো লম্বা বল ধরে বক্সের ঢুকে পুলিশের গোলকিপারের বাঁ দিক দিয়ে সহজেই প্লেসিং করে ম্যাচে সমতা আনেন কিংসের ফরোয়ার্ড রাকিবুল।

পিএসজিকে ধুয়ে দিলেন তেভেজ

প্যারিস ঃ লিওনেল মেসির সৌদি সফর, এরপর পিএসজির তাঁকে নিষিদ্ধ করা নিয়ে ফুটবলবিশ্বে আলোচনার ঝড় উঠেছিল। মেসি ক্ষমা চাওয়ার পর সে আলোচনা কিছুটা হলেও কমেছে।

তবে আর্জেন্টাইনরা সেই আলোচনা পুরোপুরি থামতে দিচ্ছেন কই! মেসিকে নিষিদ্ধ করায় পিএসজির প্রতি ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন তাঁরা। আর্জেন্টিনার সাবেক ফুটবলার কার্লোস তেভেজ এবার পিএসজিকে ধুয়ে দিয়েছেন। প্যারিসের এই ক্লাবটি মেসির ঠিকঠাক দেখাশোনা করেনি বলেও অভিযোগ করেছেন মেসির সাবেক এই সতীর্থ।

গত ৩০ এপ্রিল লঁরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের পরপরই পরিবারসহ সৌদি আরবে চলে যান মেসি। সৌদি আরবের পর্যটনদূত হিসেবে এই সফর ছিল আর্জেন্টাইন তারকার পূর্বনির্ধারিত।

তবে লঁরিয়ার কাছে পিএসজি হেরে যাওয়ায় কোচ ক্রিস্তফ গালতিয়ের পরদিনই অনুশীলন রেখেছিলেন। কিন্তু অনুমতি ছাড়াই মেসি সৌদি আরব চলে যান। ক্লাবের অনুমতি ছাড়া সৌদি আরব সফরে যাওয়ায় গত মঙ্গলবার তাঁকে দুই সপ্তাহের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। যদিও আজ সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়ে আগামীকাল লিগে আজাকসিওর বিপক্ষে ম্যাচে তাঁকে খেলানোর ঘোষণা দিয়েছেন পিএসজির কোচ ক্রিস্তফ গালতিয়ের।

কিন্তু মেসির নিষেধাজ্ঞা নিয়ে খেপেছেন

আর্জেন্টিনার হয়ে ৭৬ ম্যাচে খেলা তেভেজ। মেসির জায়গায় তিনি হলে উল্টো ক্লাবেরই ক্ষমা চাইতে হতো বলে মন্তব্য করেছেন, 'আপনি যদি আমাকে বলতেন যে বিশ্বকাপজয়ী হওয়া সত্ত্বেও আমার ছুটির দিনে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার জন্য আমাকে ক্লাবের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, তাহলে আমি রোজারিওতে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে থাকতাম আর পানীয় পান করতাম। উল্টো আমার কাছে ক্লাবের ক্ষমা চাওয়া লাগত। কিন্তু মেসি তো ক্লাবকে সবার ওপরে রেখেছে। সে কারণে আপনি মেসিকে সাধুবাদ জানাতেই পারেন।'

২০২১ সালে বার্সা ছেড়ে দুই বছরের চুক্তিতে প্যারিসের ক্লাবটিতে যোগ দেন মেসি। ২০২১ সালের ১০ আগস্ট লিওনেল মেসি যখন পিএসজিতে যোগ দেন, তখন মনে হচ্ছিল বার্সেলোনার সঙ্গে ২১ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার দুঃখ ভুলে প্যারিসকে খুব সহজেই আপন করে নেবেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক।

কিন্তু দুই বছর না পেরোতেই দেখা গেছে পুরো উল্টো চিত্র। এখন মেসিকে দুয়োধ্বনি দিচ্ছে সমর্থকদের কট্টর অংশ। তেভেজের দাবি, মেসিকে শুরু থেকেই দেখে রাখতে পারেনি পিএসজি, 'এমন একটা ক্লাব সম্পর্কে হাজারটা কথা বলা যায়। তারা ঠিকঠাকভাবে মেসিকে দেখভাল করেনি। সেখানে মেসির প্রথম মুহূর্ত থেকেই তারা তাঁর দেখাশোনা করেনি।'

চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল কি ইস্তাম্বুল থেকে লিসবনে যাচ্ছে

তুরস্ক ঃ তুরস্কের ইস্তাম্বুল চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালের জন্য অপেক্ষা করে আছে সেই ২০২০ থেকেই। কিন্তু কোভিড পরিস্থিতির কারণে সেই ফাইনালের আয়োজন এখনো হয়ে ওঠেনি তাদের। ২০২১ সালেও তুরস্কে করোনা পরিস্থিতি খারাপ থাকায় ইস্তাম্বুল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় ফাইনাল। দুইবারই বদলি ভেন্যু হিসেবে ছিল পর্তুগালের দুই প্রধান শহর। ২০২০ সালে লিসবন ও ২০২১ সালে পোর্তোতে অনুষ্ঠিত হয় চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনাল।

আগামী ১০ জুন আবার চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালের ভেন্যু চূড়ান্ত হয়ে আছে ইস্তাম্বুল। কিন্তু এবার আর কোভিড নয়, বাঁধ সাধতে পারে তুরস্কের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। ব্রিটিশ পত্রিকা ডেইলি মেইল জানিয়েছে, এই শঙ্কায় উয়েফা নাকি এরই মধ্যে আবার পর্তুগালের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে।

এখনো পর্যন্ত ইস্তাম্বুল ভেন্যু হিসেবে ঠিক থাকলেও রাজনৈতিক পরিস্থিতি যদি খারাপ হয়, তাহলে যেন অসুবিধা না হয়, উয়েফার এই আগাম আলোচনা সেটিকে মাথায় রেখেই।

আগামী রোববার তুরস্কে প্রেসিডেঃট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমান তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের জন্য এটি এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। কয়েকটি জনমত জরিপে দেখা গেছে, বিরোধীদলীয় প্রার্থী কেমাল কিলিচদারোগলুর চেয়ে এরদোয়ান পিছিয়ে আছেন।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, এরদোয়ান যদি এবার ক্ষমতা থেকে ছিটকে পড়েন, তাহলে দেশটিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেওয়ার শঙ্কা আছে। ২৮ মে নির্বাচনের ফল ঘোষিত হবে।

আমেরিকায় ঢুকতে মানুষের ঢল, আইন বদল নিয়ে শঙ্কা ও বিভ্রান্তি

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ ট্রাম্প শাসনামলের বিতর্কিত অভিবাসন আইন 'টাইটেল ফর্টি টু'র মেয়াদ শেষ হচ্ছে আজ ১১ই মে। তিন বছরের বেশি চালু থাকার পর মার্কিন অভিবাসন নীতিতে নাটকীয় একটা বদল ঘটতে চলেছে এই আইনের মেয়াদ শেষ হবার মধ্যে দিয়ে। বহুল সমালোচিত এই আইন উঠে যাবার মুহূর্তে আমেরিকা-মেক্সিকো সীমান্তে অভিবাসীদের ঢল নামবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সীমান্তে কর্মকর্তারা বলছেন তাদের ধারণা আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আইন বদলানোর পর প্রতিদিন দশ হাজার করে অভিবাসীর ঢল নামবে সীমান্তে।

আমেরিকার দক্ষিণ সীমান্তে কড়া রোদের মধ্যে শুকনো বালুর বিরান ভূমিতে এখনই শত শত মানুষ শুধু এই আইন উঠে যাবার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন।

মঙ্গলবারই প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন স্বীকার করেছেন যে, কিছু সময়ের জন্য সেখানে একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। কারণ মেক্সিকো থেকে আমেরিকায় ঢোকার জন্য বহু মানুষের অপেক্ষা ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে।

অভিবাসন কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসনামলে চালু হওয়া এই আইনের কড়া সমালোচনা করেছেন এবং কিছু কিছু ডেমোক্র্যাট সদস্য বলেছেন এই নীতির কারণে বহু আশ্রয়প্রার্থী আমেরিকায় ঢুকতে পারছেন না।

অন্যদিকে, রিপাবলিকানরা এখনও যুক্তি দেখাচ্ছেন বেআইনিভাবে সীমান্ত পার হওয়া রুখতে এই আইনের প্রয়োগ এখনও বলবৎ রাখা উচিত। সীমান্তে বিশৃঙ্খলা তৈরির জন্য তারা দুষছেন খোদ প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে। ফলে, ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে অভিবাসন ইস্যুতে এই আইন ক্রমশই তীব্র একটা বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠছে।

ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত, ক্লান্ত ও ভীত শত শত মানুষ এই মুহূর্তে জড়ো হয়ে অপেক্ষা করছে দুই দেশের মাঝখানে বিশালাকৃতি ইস্পাতের সীমান্ত বেড়ার পাশে জানাচ্ছেন মেক্সিকোর সিউদাদ হুয়ারেজ থেকে বিবিসির উত্তর আমেরিকা সংবাদদাতা সারা স্মিথ। যে দেশে পৌঁছনর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে এসেছেন, সেই দেশ তারা দেখতে পাচ্ছেন বেড়ার ফাঁক দিয়ে। কিন্তু এদের কেউই জানেন না তাদের শেষ অবধি ওই বেড়া পার হতে দেয়া হবে কিনা।

রোজারিও মেডিনা বিবিসির সারা স্মিথকে জানালেন যে আবর্জনার স্তূপ ঘেঁটে তিনি তার নাতিনাতনিদের জন্য খাবার জোগাড় করছেন। শিশুদের বোতলে খাওয়ানোর পানি আনছেন দূষিত রিও গ্র্যান্ডে নদী থেকে।

গত আট দিন ধরে সীমান্তে বসে আছেন তিনি। তাদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তার চোখ উপছে পানি গড়িয়ে পড়ল। সূর্যের প্রচণ্ড তাপে বাচ্চাদের ঠোঁটে ফোস্কা পড়ে গেছে।

প্রথমে পায়ে হেঁটে দুর্গন্ধময় নদী পার হয়ে, তারপর ধুলাবালির মধ্যে ধারালো ছুরির ফলা বসানো তারের বেড়ার ছোট্ট এক ফাঁক গলে অন্য পাশে পৌঁছে মিজ স্মিথ শোনেন এইসব অভিবাসন প্রত্যাশীদের যাত্রাপথের ভয়াবহ কাহিনি।

মিলেক্সি গোমেজ তাকে জানান তিনি এসেছেন ভেনেজুয়েলা থেকে। গহীন ও অজানা অরণ্যের মধ্যে দিয়ে চার সন্তানকে নিয়ে পায়ে হেঁটে পথ পাড়ি দিয়েছেন - তাদের কোলে নিয়ে পার হয়েছেন খাড়া পাহাড়, ট্রেনের টিকিট কেনার সামর্থ্য না থাকায় তাদের নিয়ে লাফ দিয়ে চড়েছেন ট্রেনের ছাদে। এখন ধুলাকাদার মধ্যে ঘুমাচ্ছেন তারা সবাই। তার দুই যমজ ছেলের সর্দিজ্বর ব্রঙ্কাইটিসে রূপ নিতে পারে বলে তার আশংকা।

আমরা চরম কষ্টের মধ্যে কাটাচ্ছি, তিনি বলছেন। রাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ঘুমাতে পারি না, খাবার পয়সা নেই, ধোয়ামোছার কোন ব্যবস্থা নেই। বারবার ঈশ্বরকে ডাকছি বাচ্চাদের এখানে কীভাবে বাঁচিয়ে রাখব! কয়েক দশক ধরে সীমান্তে কর্মরত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন সীমান্তে এধরনের মানুষের স্রোত তারা কখনও দেখেননি।

বিবিসি সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, সীমান্তের এই দৃশ্য খুবই বিরল। আমেরিকায় অভিবাসন প্রত্যাশীদের সাধারণত রাখা হয় হুয়ারেজ শহরের আশ্রয়কেন্দ্রে। কিন্তু সাম্প্রতিক কয়েকদিনে সীমান্তে যে পরিমাণ মানুষ জড়ো হয়েছেন তা ব্যাপক -এই ঢল সামলাতে তারা হিমশিম খাচ্ছেন।

এত মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্রে নেয়া অসম্ভব বলে তারা বলছেন। কয়েক দশক ধরে সীমান্তে কাজ করছেন এমন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন এধরনের দৃশ্য তারা কখনও দেখেননি।

সেখানে জড়ো হওয়া অধিকাংশ মানুষ বলেছেন এ সপ্তাহে আমেরিকায় ঢোকার আইন বদলাচ্ছে এমনটা তারা শুনেছেন। কিন্তু অভিবাসীদের জন্য এই পরিবর্তনের অর্থ কী তা নিয়ে ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে ভুয়া খবর এবং তৈরি হয়েছে বিভ্রান্তি।

অনেকেরই ধারণা কোভিডের সময় চালু হওয়া 'টাইটেল ফর্টি টু' যার আওতায় অভিবাসন প্রত্যাশীদের সহজেই তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর সুযোগ ছিল - তা উঠে গেলেই আমেরিকায় ঢোকার পথ সহজ হবে।

আর সে কারণেই দলে দলে এত মানুষ সীমান্তে এসে ভিড় জমিয়েছেন।

অনেকে আবার শুনেছেন আমেরিকায় ঢুকতে হলে ১১ই মে মধ্যরাতের আগে সীমান্তে পৌঁছাতে হবে। যেমনটা শুনেছেন মিলেক্সি - ১১ই মে মাঝরাতের আগে সীমান্তে লাইন দিতে না পারলে আমেরিকায় ঢোকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। তিনি বলেছেন বিবিসিকে।

তাই উদ্বেগে, আশঙ্কায় সীমান্তে বাচ্চাদের নিয়ে কঠিন সময় পার করছেন তিনি এবং তার মত শত শত অভিবাসন প্রত্যাশী।

টাইটেল ফর্টি টু প্রথম চালু হয় ১৯৪৪ সালে - তখন এই আইনের নাম ছিল জন স্বাস্থ্য আইন। রোগব্যাধির বিস্তার রোধ করতে আমেরিকান কর্তৃপক্ষকে এই আইন ব্যবহারের ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল।

আমেরিকার অভিবাসন নীতিতে এই আইনের প্রয়োগ নতুন করে আবার সামনে আসে ২০২০ সালের মার্চ মাসে। সীমান্ত দিয়ে কোভিডের বিস্তার ঠেকাতে ট্রাম্প প্রশাসন এই আইনের প্রয়োগ অনুমোদন করে।

মেক্সিকো থেকে সীমান্ত পেরিয়ে আমেরিকায় ঢুকতে চাওয়া মানুষ, এমনকী মানবিক কারণে যারা আমেরিকায় আশ্রয়প্রার্থী তাদেরও প্যানডেমিকের যুক্তি দেখিয়ে এই আইনের বলে মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাদের সোজা মেক্সিকোয় ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

এরপর ২০২১ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রেসিডেন্ট বাইডেন এবং তার প্রশাসন জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবেলার যুক্তি দিয়ে এই নীতি বজায় রাখেন আরও এক বছরের ওপর।

আমেরিকার শুল্ক ও সীমান্ত সুরক্ষা দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থ বছরে টাইটেল ফর্টি টু নীতিমালা ব্যবহার করে ২০ লাখের ওপর মানুষকে সীমান্ত থেকে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

আমেরিকার স্বাস্থ্য নীতি নির্ধারক সংস্থা ইউএস সেঃটার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল ২০২২এর এপ্রিল মাসে যুক্তি দেয় যে, জন স্বাস্থ্য ঝুঁকি যেহেতু কমে গেছে তাই এই নীতি এখন তুলে নেয়া যাবে।

তবে রিপাবলিকান পার্টি নিয়ন্ত্রিত অঙ্গরাজ্যগুলো এই আইনবিধি চালু রাখার পক্ষে আইনি চ্যালেঞ্জ জানানোর কারণে টাইটেল ফর্টি টুর তুলে নেবার প্রক্রিয়ায় বিলম্ব ঘটে।

এখন কেন্দ্রীয়ভাবে ১১ই মে তারিখ থেকে কোভিড সংক্রান্ত সব পদক্ষেপের যেহেতু অবসান হচ্ছে, তাই কর্মকর্তারা জানান এরই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে টাইটেল ফর্টি টুও তুলে নেয়া হবে।

প্রথমত আমেরিকা-মেক্সিকো সীমান্ত পার হবার জন্য সেখানে যে অপ্রত্যাশিত সংখ্যায় মানুষের ঢল নামবে তার মধ্যে থেকে কারা আইনত অভিবাসনের জন্য আবেদনের যোগ্য সেটা হয়ে দাঁড়াবে একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

মার্কিন কর্মকর্তারা বলছেন তাদের ধারণা সীমান্তে প্রতিদিন ১০ হাজারের বেশি অভিবাসন প্রত্যাশী ভিড় জমাবেন।

টাইটেল ফর্টি টুর অধীনে বহু অভিবাসীকে আশ্রয় চেয়ে আবেদন করার অনুমতিই দেয়া হয়নি। কিন্তু এই ধারা উঠে যাবার পর আমেরিকার পুরনো অভিবাসন নীতি অনুযায়ী আশ্রয়প্রার্থীদের আবেদন যাচাই বাছাই করে দেখা হবে এবং তাদের ফেরত পাঠানো যাবে একমাত্র যদি প্রমাণিত হয় যে তারা আবেদনের যোগ্য নন।

আমেরিকা অভিবাসন প্রক্রিয়ায় নতুন যেসব পদক্ষেপ চালু করেছে তাতে আশ্রয়প্রার্থীদের 'দ্রুত' সাক্ষাৎকার নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাদের আবেদন যাচাইবাছাই করার কথা বলা হয়েছে এবং তারা যোগ্য বিবেচিত না হলে কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাদের নিজের দেশে ফেরত পাঠানোর নীতি চালু করা হয়েছে।

বেআইনিভাবে সীমান্ত পার হতে গিয়ে কেউ ধরা পড়লে অন্তত ৫ বছর তার আমেরিকায় ঢোকা নিষিদ্ধ করা হবে। এবং সে আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে অযোগ্য বিবেচিত হবে।

অবৈধ পথে সীমান্ত পার হতে অভিবাসীদের নিরুৎসাহিত করতে বাইডেন প্রশাসন বৈধ অভিবাসনের বেশ কিছু পথ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে।

দোসরা মে ঘোষণা করা এক চুক্তির অংশ হিসাবে মেক্সিকো কিউবা, হাইতি, নিকারাগুয়া আর ভেনেজুয়েলা থেকে প্রতি মাসে ৩০ হাজার অভিবাসী গ্রহণ অব্যাহত রাখতে রাজি হয়েছে। এই চারটি দেশ থেকেই অবৈধভাবে সীমান্ত পার হবার বেশি ঘটনা ঘটে।

আমেরিকা এই চুক্তিতে হন্ডুরাস, গুয়াতেমালা আর এল সালভাডোর থেকে মোট এক লাখ অভিবাসী নিতে সম্মত হয়েছে। এসব দেশের মানুষের অনেকের আত্মীয়স্বজন থাকেন আমেরিকায়।

অভিবাসীদের অবৈধভাবে সীমান্ত পার করতে যেসব অপরাধী চক্র বা দালালরা কাজ করে তাদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযান চালানোর ঘোষণা দিয়েছে আমেরিকা। ভুয়া ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছড়ানোর বন্ধেও তারা পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে জানিয়েছে।

অভিবাসন প্রত্যাশীদের ঢল সামাল দিতে আমেরিকা প্রস্তুত কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে মি. বাইডেন বলেছেন, কিছুদিন বিশৃঙ্খলা চলবে, তবে আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করছি।

হাউসে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা স্টিভ স্ক্যালিস বলেছেন সীমান্তে বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী মি. বাইডেন। মি. বাইডেন এমন বার্তা দিয়েছেন যে আমেরিকার বর্ডার উন্মুক্ত। তার সেই বক্তব্যে সাড়া দিয়ে লাখ লাখ মানুষ অবৈধভাবে সীমান্তে ছুটে আসছে।

কিন্তু বাইডেন প্রশাসন বলছেন বৈধ পথে আশ্রয় চাওয়ার প্রক্রিয়া আরও নিরাপদ ও সহজ করার জন্য তারা উদ্যোগ নিচ্ছেন।

বিবিসির সংবাদদাতা সারা স্মিথকে সীমান্তে অপেক্ষমান রোজারিও মেডিনা জানান তিনি তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গত অক্টোবরে যখন গুয়াতেমালা থেকে আমেরিকার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান তখন এসব আইনি পরিবর্তনের খবর তিনি জানতেন না।

এখন তিনি উদ্বিগ্ন আমেরিকায় তাদের ঢোকা হয়ত কঠিন হবে। গুয়াতেমালায় গুণ্ডাদলের হাতে হত্যা, ধর্ষণ আর অপহরণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সেই পরিবেশে তার তরুণী কন্যা ও নাতিনাতনিদের নিয়ে নিরাপদে বাস করা কঠিন।

আমেরিকার নতুন অভিবাসন আইনে তার আবেদন একমাত্র গ্রহণযোগ্য হবে তিনি যদি প্রমাণ করতে পারেন যে সেখানে তার পরিবারের জীবন এই মুহূর্তে চরম ঝুঁকির মুখে। এরপর দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় ১০০টির মধ্যে যে কোন একটি কেন্দ্রে সাক্ষাৎকার দেবার জন্য তাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে হবে। এসব কেন্দ্র এখনও তৈরিই হয়নি।

ডিকার মাতানো এই ধূধূ নো ম্যান্স ল্যান্ডে স্ত্রী, ছেলে, এবং গুরুতর ভাইকে নিয়ে পড়ে আছেন এক সপ্তাহের ওপর।

প্রচণ্ড রোদের তাপ আটকাতে সোয়েটারে মাথা মুড়ে বিবিসির সংবাদদাতাকে তিনি বলছিলেন তার দৃঢ় বিশ্বাস ১২ই মের আগে কেউ আমেরিকায় ঢুকতে পারলে তাকে বৈধভাবে ফেরত পাঠানো যাবে না। সেকারণেই তিনি মাটি কামড়ে সেখানে পড়ে আছেন।

তার অর্থ ফুরিয়ে গেছে। খাবারের জন্য ভিক্ষা করছেন তিনি। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আমার। ভিক্ষা বা উঞ্ছবৃত্তির আমি ঘোর বিরোধী। আমি খেটে খেতে চাই, তিনি বলেন।

তিনি এসেছেন ভেনেজুয়েলা থেকে কারণ সেখানে পরিবারকে খাওয়ানোর মত উপার্জনের রাস্তা তার নেই।

কিন্তু মাতানোর মত পরিবারগুলো এখন আর সীমান্তে পৌঁছেই আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারবে না। তাদের দেখাতে হবে তারা তৃতীয় একটি দেশে আশ্রয় চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে যেমন মাতানোকে প্রথমে মেক্সিকোয় অভিবাসনের জন্য আবেদন করতে হবে। সেখানে ব্যর্থ হলে তবেই তিনি আমেরিকায় ঢোকার জন্য আবেদন জানাতে পারবেন।

মার্কিন কর্তৃপক্ষ বলছে তারা পরিস্থিতি সামাল দিতে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় মানুষকে নতুন অভিবাসন আইন সম্পর্কে সচেতন করতে প্রচারণা শুরু করবে।

কিন্তু আজ স্থানীয় সময় রাত ১২টা পার হলে ভাগ্য খোলে কিনা - এই আশায় বুক বেঁধে এই মুহূর্তে সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছেন হাজারো মানুষ বহু ভাগ্যান্বেষী পরিবার। আমেরিকায় নতুন জীবন শুরু করার একই আশা নিয়ে দীর্ঘ পথে পাড়ি জমিয়েছেন আরও হাজার হাজার অভিবাসন প্রত্যাশী।

টুকরো খবর

ঢাকা ও দিল্লির দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা সন্তোষজনক

নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশ ও ভারত বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার ক্ষেত্রে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। বৃহস্পতিবার (১১ মে) রাতে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলে এই সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর প্রেসসচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। তিনি জানান, দুই পক্ষই বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার ক্ষেত্রে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। বৈঠকে শেখ হাসিনা ও জয়শঙ্কর কোভিড-পরবর্তী মহামারি এবং ইউক্রেন যুদ্ধের পটভূমিতে উদ্ভূত পরিস্থিতির মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করেন। এ ছাড়া, তাঁরা ঢাকায় ১২ ও ১৩ মে অনুষ্ঠিতব্য ষষ্ঠ ভারত মহাসাগরীয় সম্মেলন এবং সেপ্টেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জি২০ শীর্ষ সম্মেলন নিয়েও আলোচনা করেন। শেখ হাসিনা আশা প্রকাশ করেন, ভারত উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশের মানুষের স্বার্থকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। শেখ হাসিনা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে শুভেচ্ছা জানান। জয়শঙ্কর ষষ্ঠ ভারত মহাসাগরীয় সম্মেলন আয়োজনের জন্য বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অংশগ্রহণ অনেক বড়। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর অ্যাম্বাসেডর অ্যাট লার্জ মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোহাম্মদ তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া, পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা ও ডেপুটি হাইকমিশনার ড. বিনয় জর্জ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ষষ্ঠ ভারত মহাসাগরীয় সম্মেলনে যোগ দিতে দুই দিনের সরকারি সফরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঢাকায় পৌঁছেছেন।

সংঘাতময় সুদান থেকে জেদ্দা হয়ে বাংলাদেশে ফিরেছেন আরও ৫১ জন বাংলাদেশি

ঢাকা ঃ সৌদি আরবের জেদ্দা থেকে আরও ৫১ জন সুদানপ্রবাসী বাংলাদেশি বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকায় পৌঁছেছেন। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটের মাধ্যমে তারা ঢাকায় আসেন। বিমানের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ দূতাবাস ও সৌদি আরব কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সংঘাতময় সুদান থেকে এসব প্রবাসী বাংলাদেশি জেদ্দায় সাময়িক আশ্রয় নিয়েছিলেন। এর আগে বুধবার (১০ মে) সংঘাতময় সুদান থেকে ৪৭৮ জন বাংলাদেশি নাগরিক দেশটির বদর এয়ারলাইনসের ৩টি বিশেষ ফ্লাইটে সৌদি আরবের জেদ্দা বিমানবন্দরে পৌঁছেন। প্রথম ফ্লাইটটি স্থানীয় সময় বিকেলে জেদ্দা বিমানবন্দরে পৌঁছে। এ সময় বাংলাদেশি নাগরিকদের স্বাগত জানান সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী। জেদ্দায় বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হকও এ সময় উপস্থিত ছিলেন। রাতে বদর এয়ারলাইনসের আরও ২টি ফ্লাইটে ৩০২ জন জেদ্দা বিমানবন্দরে পৌঁছেন। সুদান থেকে প্রত্যাগত বাংলাদেশিদের জেদ্দার বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ইংরেজি সেকশনে নেওয়া হয়। তারা সেখানে বিশ্রাম নেন। এ ছাড়া তাদের খাবার ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার রাতে আরও ৭৪ জন বাংলাদেশি সুদান থেকে জেদ্দা পৌঁছাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। সৌদি আরবের বাংলাদেশ দূতাবাসের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার জেদ্দা থেকে কাতার এয়ারলাইনসে আরও ১৩০ জন এবং মদিনা থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসে ২৩৮ জন বাংলাদেশি দেশে ফিরবেন। অন্যদের বিভিন্ন ফ্লাইটে জেদ্দা থেকে যত দ্রুত সম্ভব দেশে পাঠানো হবে। উল্লেখ্য, এর আগে গত ৮ মে সুদান থেকে জেদ্দা হয়ে ১৩৬ জন সুদানপ্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিক বাংলাদেশে পৌঁছেন। সুদানে প্রায় ১ হাজার ৫০০ বাংলাদেশি নাগরিক বসবাস করতেন। এর মধ্যে যারা দেশে আসার জন্য নিবন্ধন করেছেন পর্যায়ক্রমে সবাইকে দেশে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সুদানে গত মাস থেকে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। এতে এ পর্যন্ত বেসামরিক নাগরিক সহ ৬০০ জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং কয়েক হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ জাহাজ ও বিমানে করে সুদান থেকে তাদের নাগরিকদের সরিয়ে নিচ্ছে। বাংলাদেশও সংঘাতময় সুদান থেকে বাংলাদেশি নাগরিকদের চার্টার্ড ফ্লাইটের মাধ্যমে সৌদি আরবের জেদ্দায় সরিয়ে নিচ্ছে।

'মোখা' এখন অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়, বাতাসের গতি বাড়ছেই

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ ঘূর্ণিঝড় মোখা এখন অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে বলে বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। একইসাথে এর কেন্দ্রে বাতাসের গতিবেগও বাড়ছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলগুলো থেকে ১১০০ কিলোমিটারের কম দূরত্বে অবস্থান করতে থাকা এই ঘূর্ণিঝড়টি উত্তর উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে। আজ সকাল সাড়ে আটটার দিকে আবহাওয়া অধিদপ্তরের প্রকাশিত দশ নম্বর বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে ঘূর্ণিঝড়টি চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে ১১০০ কিলোমিটারের কম দূরত্বে অবস্থান করছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার, যা দমকা বা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ঘন্টায় ১৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকার সাগর 'খুবই বিক্ষুব্ধ' রয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক আজিজুর রহমান আজ এক সংবাদ সম্মেলনে আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে এটি উপকূলের কাছে যখন আসবে তখন এর কেন্দ্রে বাতাসের গতিবেগ আরো বাড়তে পারে। তিনি বলেন, এটির তীব্রতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এটির প্যাটার্ন আগে ছিল সিডিইউ, এখন এটি ব্যান্ড প্যাটার্নে রূপ নিয়েছে।

রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ ঃ কখন, কোথায়, কেন ইউক্রেন পাল্টা আক্রমণ চালাবে?

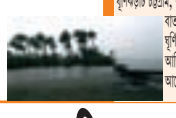

ইউক্রেন (এজেন্সী) ঃ ইউক্রেন খুব শীঘ্রই রাশিয়ার বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি পাল্টা আক্রমণ চালাবে বলে আশা করছেন অনেক পর্যবেক্ষক। ইউক্রেনের এরকম হামলার উদ্দেশ্য হবে তাদের দখল হয়ে যাওয়া ভূমি উদ্ধার করা।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর হতে ইউক্রেনের বাহিনীর মূল মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল রুশ বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখা এবং শত্রুপক্ষের শক্তিক্ষয় করার দিকে।

কিন্তু ইউক্রেনের কর্মকর্তারা এবং তাদের মিত্র পশ্চিমা দেশগুলোও প্রকাশ্যে এবং আড়ালে এমন ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে যে, এবারের বসন্তকালে বড় একটি পাল্টা হামলা আসন্ন। ইউক্রেন যে এরকম একটি হামলার জন্য নতুন সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের মাধ্যমে প্রস্তুতি নিচ্ছে, সেটাও জানা কথা।

প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, পাল্টা হামলা চালানোর জন্য তার দেশের আরও বেশি সময় দরকার। কারণ ইউক্রেনের সেনাবাহিনী এখনো অনেক প্রতিশ্রুত সামরিক সাজসরঞ্জামের জন্য অপেক্ষা করছে। কিয়েভে নিজের সদর দফতর থেকে কথা বলার সময় প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি তার দেশের কমব্যাট ব্রিগেডগুলো এই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন। এসব সেনাদলকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে নেটোভুক্ত দেশগুলো। তবে তিনি বলছেন, সেনাবাহিনীর এখনো আরও কিছু সমরাস্ত্র দরকার, বিশেষ করে সাঁজোয়া গাড়ি, যেগুলো ধাপে ধাপে পাঠানো হচ্ছে।

আমাদের কাছে এখনই যা আছে, তা দিয়েই আমরা এগিয়ে যেতে পারি, এবং আমি মনে করি আমরা সফল হতে পারি এক সাক্ষাৎকারে বলছিলেন তিনি।

কিন্তু আমাদের অনেক বেশি লোক হারাতে হবে। আমার মনে হয় সেটি গ্রহণযোগ্য হবে না। কাজেই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের এখনো আরেকটু সময় দরকার।

ইউক্রেনের কর্তৃপক্ষ এই যুদ্ধে একটা বড় অগ্রগতির যে প্রত্যাশা করা হচ্ছে, সেটিকে কিছুটা কমিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। এ মাসের শুরুতে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা বলেছিলেন, দেশের নেতারা বুঝতে পারছেন যে তাদের সফল হতে হবে, কিন্তু এই হামলাকে ১৫ মাস ধরে চলতে থাকা যুদ্ধের একটি সমাধান হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। এই পরিকল্পনার বিস্তারিত এখনো গোপন রাখা হয়েছে। তবে ইউক্রেন শত্রুপক্ষকে বোকা বানানোর জন্য তাদের ভুল দিকে চালিত করতে পারে, এমনটা আশা করা যায়।

রণকৌশলে পাল্টা আক্রমণ বলতে সাধারণত বোঝানো হয় কোন সশস্ত্র বাহিনী যখন তাদের আগের রক্ষণাত্মক অবস্থান থেকে সরে এসে বড় আকারে পাল্টা সামরিক হামলা বা অভিযান চালায়।

যেমন, গত বছরের সেপ্টেম্বরে ইউক্রেনের বাহিনী এক দ্রুত পাল্টা হামলা চালিয়ে উত্তরপূর্বের খারকিভ অঞ্চলে মাত্র ছয় দিনে আট হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা পুনর্দখল করে। তবে এধরনের অভিযানকে অতি সরলীকরণের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন কর্তৃপক্ষ।

পাল্টা আক্রমণ তো আর একক কোন ঘটনা নয় যে একটা বাঁশি বাজিয়ে এটি শুরু হবে এবং তারপর কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে এটা শেষ হবে, বিবিসির নিউজনাইট অনুষ্ঠানকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলছিলেন ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর উপদেষ্টা ইউরি সাক।

এই যুদ্ধে অনেক উত্থানপতন আছে, এই যুদ্ধে বেশ তীব্র লড়াই চলছে এবং অনেক ধরনের বিষয় এখানে বিবেচনায় রাখতে হবে, বলছিলেন তিনি।

মি. সাক বলেন, ইউক্রেন যখন বুঝতে পারবে যে কম সামরিক ক্ষতির বিনিময়ে 'যত বেশি সাফল্য অর্জন সম্ভব' ততটা তারা পারবে, তখনই ইউক্রেন এই অভিযান চালাবে।

তিনি বলেন, একটি দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করতে রুশরা অনেক সময় পেয়েছে।

দক্ষিণ রাশিয়া এবং রুশ অধিকৃত ক্রাইমিয়ায় জ্বালানি মওজুদ রাখা হয় এমন দুটি স্থাপনায় গত কিছুদিনের মধ্যে দুটি অগ্নিকান্ড হয়েছে। এর মধ্যে একটি ছিল ক্রাসনোডার অঞ্চলে একটি সেতুর কাছে, যেটি দিয়ে অধিকৃতি ক্রাইমিয়া পেনিনসুলার দিকে যেতে হয়।

এ সপ্তাহে রাশিয়ার সীমান্তবর্তী ব্রায়ানস্ক অঞ্চলে দুটি আলাদা বিস্ফোরণ ঘটেছে, যাতে মালবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত হয়। অন্যদিকে লেনিনগ্রাদ অঞ্চলে এক সন্দেহজনক বিস্ফোরণে বিদ্যুতের লাইন ধ্বংস হয়।

যদিও এসব হামলার কোনটিরই দায় ইউক্রেন স্বীকার করেনি, ইউক্রেনের সেনাবাহিনী বলেছে, রুশ লজিস্টিকসের ওপর এরকম হামলা ইউক্রেনের দিক থেকে দীর্ঘ প্রত্যাশিত এক পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতিরই অংশ।

রাশিয়া এবছর তাদের বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠানের কলেবর অনেক কমিয়ে আনে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কারণে।

ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ এ প্রসঙ্গে বলেন, আমরা ভালো করে জানি যে এসব হামলা, সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম, পরিকল্পনার পেছনে আছে কিয়েভের সরকার। তারা এরকম কাজ অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা করছে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের বিশেষ সংস্থাগুলো তাদের সম্ভাব্য সবকিছু করার চেষ্টা করছে।

ইউক্রেনের সেনাবাহিনী ২০২২ সালের শেষভাগের পর এ পর্যন্ত রুশ ইউক্রেন ফ্রন্টে বড় কোন আক্রমণে যায়নি। বরং পুরো শীতকালটা জুড়ে তারা রুশ সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়া এবং তাদের রসদের মজুদে যাতে টান পড়ে সেই দিকেই বেশি মনোযোগ দেয়।

প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি তার মিত্রদের কাছে বার বার অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণের জন্য সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের অনুমান, গত ডিসেম্বর মাস হতে লড়াইয়ে এ পর্যন্ত বিশ হাজারের বেশি রুশ সেনা নিহত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কার্বি সম্প্রতি উন্মুক্ত করা গোপন দলিলপত্র উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন, আরও অন্তত ৮০ হাজার রুশ সেনা আহত হয়েছে। বিবিসি অবশ্য স্বাধীন কোন সূত্র হতে এসব তথ্য যাচাই করতে পারেনি।

এই একই সময়ে প্রাথমিক তথ্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে ইউক্রেন এমাস পর্যন্ত ১২টি ব্রিগেড প্রস্তুত করেছে, যাতে আছে ৪০ হতে ৫০ হাজার ইউক্রেনীয় সৈন্য।

পশ্চিমা মিত্ররা যেসব সাঁজোয়া গাড়ি এবং আর্টিলারি দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার একটা বড় অংশও এখন ইউক্রেনের হাতে এসে পৌঁছেছে।

ইউক্রেনের কর্মকর্তারা বলেছিলেন, তাদের পাল্টা আক্রমণ শুরু হতে পারে এপ্রিলের শেষে বা মে মাসের শুরুতে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরকে উদ্ধৃত করে এই একই সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল মার্কিন গণমাধ্যমে।

কিন্তু এরকম বিশাল একটি অভিযান নির্ভর করে আবহাওয়া থেকে শুরু করে অনেক কিছুর ওপর। পূর্ব এবং দক্ষিণ ইউক্রেনে এপ্রিল মাসে অনেক বৃষ্টি হয়েছে। কাজেই কাদামাটির ওপর দিয়ে সাঁজোয়া গাড়ি দ্রুতগতিতে চালিয়ে নেয়া বেশ কঠিন হতো।

তবে মে মাসের শুরুতে আবহাওয়া শুষ্ক থাকায় ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণ আসন্ন বলে আবার জল্পনা শুরু হয়েছে।

রুশ সামরিক ব্লগাররা এবং ওয়াগনার গ্রুপের প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোজিন ধারণা করছেন, ইউক্রেনের এই হামলা শুরু হবে ১৫ মের আগে, যখন সাঁজোয়া গাড়ি চালানোর জন্য মাটি যথেষ্ট শক্ত হয়ে উঠবে।

ইউক্রেনের কর্তৃপক্ষ এবং পশ্চিমা মিত্ররা উভয়েই বলেছে, ইউক্রেনীয় বাহিনীর এরকম একটি পাল্টা আক্রমণ সফল হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইউক্রেনের যেসব অঞ্চল রাশিয়া দখল করে আছে, প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি সেগুলো দখলমুক্ত করতে খুবই উদগ্রীব। তিনি আরও দেখাতে চান যে, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের সরকারগুলো ইউক্রেনের বাহিনীকে যে সাহায্য সমর্থন দিয়েছে, তা বিফলে যায়নি।

ইউক্রেনের সৈন্যরা সাফল্য অর্জনের পথে অনেক বড় বাধার মুখে পড়বে বলেই মনে হয়। সৈন্য সংখ্যা বা সাঁজোয়া গাড়ির কথা ধরলে, রাশিয়ার তুলনায় ইউক্রেন খুব সুবিধাজনক অবস্থায় নেই। সামরিক বিমানের সংখ্যা বা এগুলোর মানের বিবেচনাতেও রাশিয়া ইউক্রেনের তুলনায় বহু ধাপ এগিয়ে।

বিমান যুদ্ধে রাশিয়ার এই সুবিধাকে টেক্কা দিতে হলে ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর বিরাট সংখ্যায় মোবাইল এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, অর্থাৎ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় দ্রুত সরিয়ে নেয়া যায় এমন ধরনের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দরকার।

কিন্তু বিরাট এক যুদ্ধ ক্ষেত্রে লড়াই করার জন্য এ ধরনের যথেষ্ট মোবাইল এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম তাদের নেই।

অন্যদিকে রাশিয়ার সমস্যা ভিন্ন। রুশ সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলোর মধ্যে সমন্বয় নেই, তাদের প্রশিক্ষণে দুর্বলতা আছে। অন্যদিকে তাদের সৈন্যদের মনোবল এবং মানসিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়।

মারিনকা, ভুহলেডার, আভডিভকা এবং বাখমুতে যেরকম দীর্ঘসময় ধরে লড়াই চলছে, তাতে রুশ বাহিনী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে তাদের রসদের মজুদ এবং অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহে ঘাটতি পড়েছে।

ইউক্রেনীয় বাহিনী কোন দিক থেকে কোথায় পাল্টা আক্রমণ চালাবে, তা দেশটির নেতারা গোপন রেখেছেন যাতে করে শত্রুকে চমকে দেয়া যায়।

সামরিক বিশ্লেষক এবং বিশেষজ্ঞরা বেশ কিছু অঞ্চলের কথা ইঙ্গিত করেছেন যেখানে ইউক্রেন এই হামলা চালাতে পারে।

এরকম একটি এলাকা হচ্ছে ইউক্রেনের দক্ষিণে জাপোরিশা অঞ্চল।

ইউক্রেন এদিকে অগ্রসর হতে পারলে তার একটা সুবিধা আছে। ক্রাইমিয়া অঞ্চলটি যে স্থলসেতুর মাধ্যমে রাশিয়া ডনবাসের সঙ্গে সংযুক্ত, সেটি যদি ইউক্রেনীয় বাহিনী বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে, তাহলে রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর রসদ সরবরাহ দুদিক থেকে বিঘ্নিত হবে।

কিন্তু রুশ সেনাবাহিনী এই এলাকাটিকে দুর্ভেদ্য করে তুলেছে। সেখানে তাদের কয়েক লাইনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আছে। সেখানে তারা বিশাল বিশাল সব পরিখাও খনন করেছে।

অন্যদিকে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় শহর বাখমুতের জন্যই এই যুদ্ধে সবচেয়ে দীর্ঘ এবং রক্তক্ষয়ী লড়াই চলছে।

প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বাখমুতকে ইউক্রেনিয়ানদের মনোবলের 'দুর্গ' বলে বর্ণনা করেছেন। যদি বাখমুতে ইউক্রেন জয়ী হতে পারে, সেটি কেবল তাদের মনোবলই উজ্জীবিত করবে না, এর পথ ধরে কাছাকাছি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ শহর পপাসনা, হরলিভকা এবং আভডিভকাতেও রুশ প্রতিরক্ষায় ফাটল ধরতে পারে।

এরকম পাল্টা ইউক্রেনীয় হামলার আরও কয়েকটি সম্ভাব্য জায়গা হতে পারে খেরসনের দক্ষিণ এবং পূর্বাঞ্চল, অথবা ভুহলেডার থেকে ভলনোভাখার দিকে। অথবা লুহানস্কের সভাটোভ এবং ক্রেমিনার মধ্যবর্তী কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ রুটটি বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার চেষ্টা করতে পারে।

জামিন পেলেন ইমরান খান, সবকিছুর জন্য দায়ী করলেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধানকে

ইসলামাবাদ (এজেন্সী) ঃ পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে হাইকোর্ট একটি দুর্নীতির মামলায় দুই সপ্তাহের জামিন দিয়েছে। গত মঙ্গলবার ইমরান খানকে আলকাদির ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল।

ইসলামাবাদ হাইকোর্টের একটি বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চে ইমরান খানের এই জামিনের আবেদনের শুনানি হয়। বিবিসি উর্দু জানায়, শুনানির ফাঁকে ইমরান খান যখন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন তিনি সব কিছুর জন্য সরাসরি সেনাপ্রধানকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, যা কিছু ঘটছে, তার জন্য একজনই দায়ী, তিনি হচ্ছেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান। এর আগে ইমরান খানকে তার জামিনের শুনানির জন্য শুক্রবার কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ইসলামাবাদের হাইকোর্টে হাজির করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট গতকাল বৃহস্পতিবার তার গ্রেফতারকে অবৈধ ঘোষণা করেছিল। ইমরান খানের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে সহিংস বিক্ষোভে এ পর্যন্ত অন্তত দশজন নিহত হয়েছে।

পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি উমর আতা বান্দিয়াল গতকাল এক রায়ে ইমরান খানের গ্রেফতারকে অবৈধ ঘোষণা করেন।

তবে ইমরান খানকে তার নিজের নিরাপত্তার জন্য শুক্রবার জামিনের শুনানির জন্য আদালতে হাজির করার আগে পর্যন্ত পুলিশের পাহারায় রাখতে বলা হয়েছিল।

ইমরান খানকে আদালতে হাজির করা হয় কড়া নিরাপত্তায় এক বিরাট গাড়ি বহরের সঙ্গে। ইসলামাবাদ হাইকোর্টের বাইরে মোতায়েন রাখা হয়েছিল অনেক পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনীর সদস্য।

কালো চশমা এবং আকাশনীল রঙের সালওয়ারকামিজ পরা ইমরান খান যখন হেঁটে আদালত ভবনে ঢোকেন তার সঙ্গে ছিলেন আইনজীবীরা। তাদের ঘিরে রেখেছিল নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা।

এসময় ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফ পার্টির সদস্যরা আদালত ভবনের বাইরে জড়ো হয়ে শ্লোগান দেয়। ইমরান খানকে তখন তার সমর্থকদের দিকে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলতে দেখা যায়।

গত বছরের এপ্রিলে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে ইমরান খান আগাম নির্বাচনের দাবি তুলে আন্দোলন করে যাচ্ছেন। তিনি সরকার এবং পাকিস্তানের খুবই ক্ষমতাধর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা অব্যাহত রাখেন এবং তাকে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য সেনাবাহিনীকে দোষারোপ করেন। গত বছরের নভেম্বরে একটি রাজনৈতিক সমাবেশে অংশ নেয়ার সময় ইমরান খানের প্রাণনাশের চেষ্টার সময় তার পায়ে গুলি লাগে, সেই ঘটনার জন্যও তিনি উচ্চপদস্থ সরকারি এবং সেনা কর্মকর্তাদের দায়ী করেন।

ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে ইমরান খানের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা করা হয়েছে। পাকিস্তানে বিরোধী রাজনীতিকদের প্রায়শই এধরনের মামলার মুখে পড়তে হয়। মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলোর মতে, সেদেশে রাজনৈতিক বিরোধীদের দমনে সরকার আদালতকে ব্যবহার করে। ইমরান খানের দল পিটিআই তাদের সমর্থকদের রাস্তায় নামার ডাক দেয়ার পর ইসলামাবাদের পুলিশ জরুরি আদেশ বলে সব ধরনের সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

ইমরান খান যখন ২০১৮ সালে ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসেন তখন সেনাবাহিনীর সঙ্গে তার মধুর সম্পর্ক ছিল। অনেক বিশ্লেষকের ধারণা, সেনাবাহিনী সাহায্য নিয়েই তিনি সেবার বিজয়ী হন। কিন্তু চরম অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে একটা পর্যায়ে সেনাবাহিনীর সঙ্গে তার সম্পর্কে টানাপোড়ন তৈরি হয়।

গত কয়েক মাসের ঘটনায় বোঝা যায়, তাদের সম্পর্ক এখন কতটা বৈরি হয়ে উঠেছে।

ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ইমরান খান হয়ে ওঠেন সেনাবাহিনীর সবচেয়ে কঠোর সমালোচক।

পাকিস্তানের অবনতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তারা সংযম প্রদর্শন এবং আইনের শাসন বজায় রাখার ওপর জোর দিয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এক বিবৃতিতে বলেছে, এরকম পরিস্থিতিতে সংযম প্রদর্শন এবং মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। পাকিস্তানের যেসব চ্যালেঞ্জ তা মোকাবেলা এবং দেশটি কোন পথে যাবে তা একমাত্র পাকিস্তানের জনগণই নির্ধারণ করতে পারে। সেটা করতে হবে আলাপআলোচনার মাধ্যমে এবং আইনের শাসন বজায় রেখে।